মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

এপ্রিল, ২০২৬
চৈত্র, ১৪৩২

সূচীপত্র

২৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

চৈত্র ১৪৩২ ✪ এপ্রিল ২০২৬

সত্যের পথ ভগবানের পথ		৩
সত্য ঋতময় সভ্যতার গড়ন	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
অন্তর মাঝে হয়েছেন ভগবান সদাই ব্যাপ্ত	বুকু বসু	১৫
ওঁ তৎ সৎ	সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)	১৬
হোক আত্মিক উপলব্ধি জীবনের সদা প্রয়াস	অতনু মজুমদার, দীপাঞ্জনা বোস	১৬
সত্যের আবাহনে	রীতেন বসাক	১৭
মা সারদা	মনোজ বাগ	১৮
বিশ্বাসই বড় অবলম্বন ব্রহ্মজ্ঞান পথে	তুলি চ্যাটার্জী	২০
সত্য পন্থানং মহামন্ত্রম্		২২
In Search of Cosmic Truth		২৩

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

সত্যের পথ ভগবানের পথ

সত্যের পথ হল ভগবানে উদ্দেশ্যে যাত্রা-পথ। ভগবান এবং ভগবানই একমাত্র জীবনের প্রকৃত প্রয়োজন ও যে কোন জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সেই কথা সত্যের পথ বলে। যে সব চিরাচচিত ভগবান লাভের প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপট রয়েছে সেই সমস্ত ভাবকে সম্মান জানিয়ে সত্যের পথ বলে ভগবান কোন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত নয়, ভগবান সবার। জীবনের সাধারণ যাপনের মধ্যে দিয়ে যাত্রা করে, সাধারণ নিত্য-জাগতিক কর্মের পথে থেকে ভগবান লাভ করা আরও সহজ। একমাত্র ভগবানকেই সাথে নিয়ে যারা জীবন যাপন করতে চায়। সত্যের পথ তাঁদের কথা বলে। পরম আপনার জন যে একমাত্র ভগবানই সেই কথাই বলে সত্যের পথ। সত্যের পথের কথা ভগবান নিজ মুখে বলে চলেছেন স্বয়ং, নিজ হাতে তরী পার করতে প্রস্তুত সর্বদা শুধু এগিয়ে আসতে হবে ভগবানকে ভালোবেসে বিনিময়ে কোন কিছু আশায় নয় শুধু চাওয়া একটা তিনি আসুক জীবনে। এই যাত্রাপথ শেখায় অর্ন্তদৃষ্টি জাগ্রত করার কথা। ভগবান বলছেন এই সৃষ্টির সর্বত্র তিনি ছড়িয়ে রয়েছেন কারণ সৃষ্টি তাঁর থেকেই জাত, এই সৃষ্টির যে কোন অবস্থা বা বস্তু থেকে বিশ্বাসের দ্বারা তাঁকে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব। কিন্তু সর্বজায়গায় না দৌড়ে অর্ন্তজগতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করো অর্থাৎ বলছেন প্রাণের অভ্যন্তরে তাঁর বাস। প্রার্থনা করো ভগবানের কাছে কৃপাবৎসল হয়ে তিনি যদি ওই অন্তরের দৃষ্টি উন্মোচন করেন তবে দেখা মিলবে তাঁর ব্রহ্মরূপের। এই পথ বলছে কর্ম বিরূপতা নয় নিষ্কাম কর্ম প্রয়োজন। জগৎ কর্ম একই সাথে ভগবৎ কর্ম করা যায়। সত্যের পথ বেদের কথা বলছে। বেদ হল কোন কই মুখস্থ বিদ্যা নয়, ঋষিদের ধ্যানের উপলব্ধি মা সরস্বতীর দান। প্রতিটি বেদের প্রতিটি শাখাতে ভগবানকে উপলব্ধি করার এবং জীবনমাঝে কীভাবে তাঁকে গ্রহণ করা যায় তাঁর কথা ঋষিরা বলছেন-কখনও তাঁর প্রজ্ঞা-র দ্বারা তাঁকে আবাহন করা। কখনও বা উদ্‌গীতের দ্বারা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক বিধান করা আবার কখনও তন্ত্র বা মন্ত্রের দ্বারা তাঁকে উদ্‌ঘাটন্ করা। পথ বলে ভগবান আদিদেব হয়েই শুধু বসে থাকেননি। তিনি সর্ব সাধারণের মাঝে এসে উপস্থিত হয়ে গেছেন আর অমৃতবাণী প্রদান করছেন। সবচেয়ে বেশী যদি কেউ কোন প্রাণকে ভালোবাসে সে হল তাঁর ইষ্ট প্রভু। নানা বাঁধার প্রাচীর, ভগবান থেকে দূরে থাকার অজুহাত এছাড়াও নানা অজুহাত মনের সৃষ্ট ব্যাপার। ভগবান তাঁর ভক্তের সাথে কোন দূরত্ব তৈরী করে না। তিনি তো জ্ঞান বিকশিত করতে, চেতনার জাগ্রত ঘটাতে সদা তৎপর, শুধু মনের জানলাগুলি খুলে দিতে হবে। তবেই মুহূর্তের অন্ধকার এক নিশেষে শেষ হয়ে ফুটে ওঠে আলোক উজ্বল এক পথ। "ভালোবাসার ভিত্তিটি গড়ে উঠতে হবে সত্যের আশ্রয়ে। যেমন করে সত্যে বিকাশ হবে জীবনে তেমনি মাত্রায় সৃষ্টি হবে ভালোবাসার। সত্যাশ্রয়ী মনের রূপ পরিবর্তন ঘটে। সত্যাশ্রয়ী মনের রূপ পরিবর্তন ঘটে। জড় মন সবসময়ে নিজের তৃপ্তি, নিজের স্ফূর্তি, নিজের বৈষয়িক প্রাপ্তি অথবা রুচি সিদ্ধান্ত বা দৃষ্টিভঙ্গির বিজয় কামনা করে। যে নিজস্ব আকাক্ষঙার গণ্ডী পেরিয়ে জগতের, সমাজের দিকে প্রসারিত করেছে তার হাত। সেটির স্বার্থকতা নিরূপণ করা জড়-মনের আগ্রহের ও অভীপ্সার দিক হয়ে উঠতে চায়।" (ডঃ রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেদ বিজ্ঞানের গভীরে, পৃঃ ২৩৯)। ভগবৎ মন নিজ প্রাপ্তি, আকাঙ্ক্ষার বেড়া পেরিয়ে হতে চায় উন্মুক্ত নিবেদিত ভগবানে। সমর্পণ করতে চায়, যা কিছু আছে অন্তরে তৈরী ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। তাই সত্য পথ যাত্রীরা নিয়মিত তৈরী করতে চায় পথ ভগবানের সাথে জুড়ে থাকার, তাঁর ভাবে একত্ব হয়ে যাওয়া।

হোক ঈশ্বরলাভই সাধনের উদ্দেশ্য

তাঁর কথা কেই বা বলতে পারে? কে পারে বলতে, বোঝাতে, বর্ণনায় বিধৃত করতে? তিনি যদি কৃপা করে বুঝিয়ে দেন তবে বোঝা যায় তাঁকে। 'নাহম মন্যে সু-বেদ-ইতি, নোন: বেদ-ইতি, বেদ চ....'। হে পথিক, যে বলে তাঁকে জেনে নিয়েছে, বুঝে নিয়েছে, সে হয়ত বা তাঁর এক ক্ষুদ্র অংশের ঝলক পেয়েছে। তাঁকে জেনেছে সামান্য অংশে, তাঁর সামান্য একটি আভাস পেয়েছে, জেনেছে তাঁর কিছু প্রকাশকে। আর যে বলে তাঁকে কোনওভাবেই জানে না, তার বক্তব্যটি ভুল। সেও তাঁকে জানে। সে তাঁকে জানে তাঁর ক্ষুদ্র সীমার বাস্তবতায়। জৈব অভিব্যক্তি ও জড় অভিজ্ঞতাতেই সে জেনেছে তাঁর অংশকে। তাঁকে জানবার কথা যে উচ্চারণ করেছে, তাঁকে জানবার আগ্রহ যে দেখিয়েছে, তাঁকে জানবার যে তৎপর হয়েছে তিনিই এগিয়ে এসে তাকে বুদ্ধিযোগ দিয়ে দেন। রাস্তায় যে নেমেছে একবার তার আর চিন্তা কী? রাস্তায় নেমে এদিক-ওদিক করলেও কোনও অসুবিধা নেই। তিনি রয়েছেন, হাত ধরে টেনে নেবেন কাছে। যে চক্ষু, কর্ণ, ইন্দ্রিয়াদি এখন বলবৎ রয়েছে, স্ব স্ব কর্মে ব্যাপৃত রয়েছে এরা সকলেই তাঁরই কাজে যুক্ত হয়ে যাবে। পথের ধুলিরেণু থেকে শুরু করে পথের সব নিশানা এবং পথের দেবতা একাকার হয়ে এক হয়ে বিরাজ করছেন, এ প্রতীতি এসে যাবে। এটা অনুভববেদ্য হয়ে উঠবে যে এ রাস্তাটি হয়েছে ভগবৎ স্পৃষ্ট। এই পথে নামলেই, এই রাস্তায় যাত্রা শুরু করলেই যেন তাঁর পরশ পাওয়া যায়। পরশের গভীরতা ক্রমশঃই স্ফীত, ব্যপ্ত হতে থাকে। তিনি ক্রমশঃই যেন আবেষ্টন করে নেন। তিনি যেন ওতঃপ্রোতভাবে হয়ে যান।

(এই সম্পাদকীয়টি লিখেছেন— বুকু বসু)

—ঃঃ—

সত্য ঋতময় সভ্যতার গড়ন

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ণ সত্য ভগবানেই নিহিত। তিনিই সত্য-শ্রষ্ঠা। তিনিই ধারণ করে রয়েছেন তাঁরই সৃষ্টি সত্যকে। ঋতপথে তিনি সবাইকে ধারণ করতে সব ব্যবস্থাদি করেছেন। সত্য ও ঋতের সমন্বয় তাঁর এই পূর্ণ সত্যকে ধারণ করে রাখবার জন্য সব উপায় মানুষের কাছে দিয়েছে। মানবের জীবন যাত্রা পথের চারদিকেই ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে এক। প্রভাব এসে যায় অন্তরের ভাব বিভাগের মধ্য দিয়ে, এগিয়ে চলে বা তারই মধ্যে হয়ে চলে এই একান্ত বিকাশ, হয়ে ওঠে নবীন বিকাশ ভাবধারা। ঐ হয়ে ওঠে ক্রমপ্রয়াস। এই ক্রমপ্রয়াস হয়ে ওঠে একান্ত সজীব এক বিশেষ উদ্যোগ। এই বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে ওঠে প্রতিদিনের পরম একান্ত ভাববিকাশের ভাবধারায় হয়ে উঠবে পথ নির্দিষ্ট পর্বে হয়ে উঠবে বহু বিকাশের মধ্য দিয়েই পূর্ণতার দিকে অভিযানের নিত্য বিকাশের পরম্পরার মধ্য দিয়ে ঐ এক জীবন পথের সত্যকে ভাগবতী ভাব ও ভাবনায় গড়ে ওঠে নিশ্চিতভাবে হয়ে ওঠে সত্যলাভে নির্দিষ্ট প্রয়াসে অন্বীত।

One is led to a new notion of a unbroken wholeness which denies the classical idea of analyzability of the world into separately and independently existing parts. We have reversed the usual classical notion that the independent 'elementary parts' of the world are the fundamental reality, and that the various system are merely particular contingent forms and arrangements of these parts. Rather, We say that inseparable quantum inter connectedness of the whole universe is the fundamental reality, and that relatively independent behaving parts are merely particular and contingent forms within this whole.

David Bohm and B. Hailey,, The Undivided Universe; An ontological Interpretations or Quantum Theory, Routledge, 1995.

জগতের সত্য নির্ভয় হয় মানবের বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে। জগতের সত্যকে ভিত্তি করেই আপাতভাবে জড় বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখার এগিয়ে চলা এবং সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাকে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। জগতের সত্য মূলত জড় প্রকৃতির। এর সঙ্গে অন্বীত হয়ে হয়েছে জীবনের পথচলার বিষয়গুলি। জগতের চাওয়া-পাওয়া, আকাঙ্ক্ষা আরও কত কি রয়েছে জগতের সত্য বুঝে নেবার প্রাথমিক স্থিতি। সমাজের মধ্য থেকে বিভিন্ন উপায়ে মানবের জীবন ধারণের বিষয়গুলিকে উপলক্ষ্য করেই জগতের উদ্যোগ-প্রয়াস এবং ক্রম বিচারে মানবের সমাজ-সভ্যতাকে নতুন করে গড়ে নেবার প্রয়াসের মধ্যে নিহিত রয়েছে জগতের সত্য। মানুষের স্বপ্ন পূরণ-ইচ্ছাপূরণ-প্রয়োজন পূরণ যেমন রয়েছে জগতের সত্যের পথকে বুঝে নেওয়া, তেমনি হয়ে রয়েছে একান্ত বিকাশের একটি পরম্পরা গড়ে তোলা। এই পরম্পরার ভাব ও ভাবনা জগতের বিকাশের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। উড়বার ইচ্ছা জেগেছিল তাই উড়বার ব্যবস্থাদি হয়ে গেল। সমুদ্রের গভীরে অনন্ত জলরাশির নীচে কী রয়েছে জানবার কৌতূহল পূরণ হয়ে গেল ক্রমশঃ। ডুবুরীর ভূমিকায় জলের নীচে বিচরণ আর একই ভাবে জলের নীচে গতিষ্মান হয়ে যুদ্ধের বাহনকে প্রস্তুত করা সেটিও হয়ে গেছে। মহাকাশের গ্রহ-তারকাদির উপগ্রহ ইত্যাদির প্রতি কৌতূহলী দৃষ্টি একান্ত সংবেদে হয়ে ওঠে আগ্রহের বিষয়। গ্রহে গমন করে, উপগ্রহে অবতরণ করে সে বাসনার পূর্তি হয়ে গেল তাই নয় — এই পথ অভিযোজন ক্রমশঃই হয়ে চলেছে গভীর, ব্যাপ্ত, বাসনার পূর্তি পরিপূর্ণতার স্বাদ মানবের মাঝে দিয়েছে এনে। নানা উপায়ে মানবের কাজের গতি-চিন্তার গতি-আধুনিক জীবনের মাপকাঠি পূরণের সবদিককে করেছে উদ্ভাসিত। জীবনের মাপকাঠি এখন গড়ে উঠছে ক্রমশঃই আসলকে বাদ দিয়ে, নকলকে কেন্দ্র করে। মানুষের দৃষ্টিসীমা বাড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে। অতি ক্ষুদ্রকে যেমন এখন দেখা সম্ভব। অনন্ত সীমার, বহু দূরের বস্তুকেও দেখা যায়। বাইরের দৃষ্টিকে পূরণ করবার জন্য ভিতরের দৃষ্টিকে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে চলেছে দৃষ্টির সীমা। শরীরের অভ্যন্তরের সাধারণ অঙ্গাদি যেমন এখন দেখা যায়, তেমনি কোষের অভ্যন্তরের জগতকে দেখা যায়। অনুসীমার মধ্যেকার পরমাণু আবার পরমাণু সীমার মধ্যেকার ক্ষুদ্রতম কণাকে যন্ত্র দেখায়। এতসব দৃষ্টির কোনটিই অন্তরে স্থিত পরমাত্মায় দৃষ্টি দিতে অক্ষম।

জীবন ব্যাপ্ত
ভাগবতী প্রয়াসে ঃ

তৎ বি বয়ং বৃনীমহে।
বরুণঃ মিত্রঃ অর্যমান।
যেনা নিরং অসৌ যুথং পাথ।
নেথা চ মর্তম্ অতি দ্বিষঃ।। (ঋ. বে. ১০/১২৬/২)

এখন সাধন প্রজ্ঞার হবে নিশ্চিত বরণ জীবন মাঝে।
এখন বিকাশ পর্বের একান্ত আবাহনের পর্ব হয়েছে রচনা।
ঐ অনন্ত বিকাশের পর্বে হয়েছে নিবেদনের প্রয়াসের এই ক্ষণ।
জীবনের এই বিস্তৃত বিকাশের পর্ব পথে একান্ত পর্বে।
হয়েছে জীবনের নবীন বিকাশের এই একান্ত নিবেদনের পর্ব এখন।
জীবনের নিত্য স্থিতি সদা বিকাশের এই পর্বে হয়েছে নিবেদিত।
প্রজ্ঞার বিকাশ পথ হয় সদা উন্মুখ এখন এই জগৎ ব্যাপ্ত সত্যে।
ব্রহ্ম সত্যের অনুভব মাধুর্যে হবে ভরপুর জীবন ব্যাপ্ত প্রয়াসে।

নবীন বিকাশ পর্ব মাঝে ঃ

তে নৃনং নৌ অয়ম উতয়ে।
বরুণঃ মিত্রঃ অর্যমা।
নয়িষ্ঠা উনো ন এযনি পষিষ্ঠা।
উ ন পর্যনি অতি দ্বিষঃ।। (ঋ. বে. ১০/১২৬/৩)

সাধন নিবেদন হয়েছে দেবতার সব প্রকাশ রূপের কাছে।
অনন্যতায় হয়ে বিধৃত হয়েছে বিকাশ এই সাধন পর্বে।
এখন একান্ত ভাব পরিবেশন পর্বের হয়েছে উন্মোচন প্রয়াসে
সাধন পর্ব হবে উন্মুক্ত জীবনের পথচলার এই অনন্যতার পর্বে।
হয়েছে এখন পূর্ণতায় বিকশিত ভাগবতী চেতনের এই ভাবদীপ্তি।
সাধন প্রতিজ্ঞা পালনের পর্ব এখন জগৎ মায়া সীমা করে অতিক্রম।
কর্মে-জ্ঞানে-ধ্যানে একান্ত নিবেদনে হয়েছ সাধন সূচিত।
নিত্য দিনের নিত্য প্রয়াসে হবে পূর্ণ জীবনের শ্রেষ্ঠ নিবেদন ভগবানে।

সত্যচেতন হয়েছে উন্মোচিত সাধন পথে ঃ

যুয়ং বিশ্বং পরি পাথ
বরুণঃ মিত্রঃ অর্যমাঃ।
যুষ্মাকং শর্মনি প্রিয়ে স্যাম।
সুপ্রণীতয়ো অতি দ্বিষঃ। (ঋ. বে. ১০/১২৬/৪)

দেবতার কাছে হয়েছে নিবেদন সাধন প্রাণের আহ্বান।
যে ভাববিকাশ হয়েছে ধ্বনিত একান্ত বিস্তার পর্ব মাঝে।
এসেছে ক্ষণ ঐ বিকাশ পর্বের হতে উন্মোচন জগৎ সমীপে।
অনুভবের প্রবাহ দিয়েছে এনে একান্ত চেতন পর্বে জগতে।
ঐ ভাবসীমার এখন হবে নিশ্চিত প্রবাহ উন্মোচনের পর্ব মাঝে।
যে প্রাণচেতন হয়েছে প্রস্তুত আত্যন্তিকের বিকাশ মাধুর্যে।
এসেছে সেইক্ষণ এখন করতে বরণ দিব্য প্রাণ অন্তর বিকাশে।
দেবতার এই ভাব উন্মোচনের ক্ষণ মাঝে হয়েছে মূর্ত সত্যচেতন।

রুদ্র দেবতার আহ্বান ঃ

আদিত্যেঃ অসৌ অতি স্রিধৌ।
বরুণঃ মিত্রঃ অর্যমাঃ।
উগ্রং মরুৎ দ্যৌ রুদ্রং হুবেন ইন্দ্রং অগ্নিম্।
স্বস্তায় অতি দ্বিষঃ।। (ঋ. বে. ১০/১২৬/৫)

সাধন পথের নিবেদন হয়েছে ঐ অনন্ত অসীম জ্যোতিঃপ্রভায়।
সূর্য দেবতার এই জাগরণ ক্ষণ হয়েছে জগৎ জনের নির্মল প্রভা।
যে ভাবপ্রদীপ এসেছে অনুভবে এখন জগৎজনের বিকাশের প্রয়াসে
হয়েছে তারই প্রকাশপর্ব অনুভবের দিগন্ত বিস্তৃত ব্যাপ্ত পরিসরে।

এখন দিব্য প্রভার নিত্য বিকাশ জীবনের নবীন পরিচয় উন্মোচনে।
বাধার স্রোত এসেছে যখনই ভাগবতী চেতনের বিকাশ পর্ব মাঝে।
এখন ভাগবতী ভাবপ্রদীপ হবে শিখাময় আলোর উপহারে।
রুদ্র দেবতার কৃপার স্পর্শ করেছে উন্মোচন শিবচেতন বিশ্বময়।

অন্তরের মাঝে ভগবান অবস্থান করছেন, আত্মারূপে—এটি শাশ্বত সত্য। কিন্তু এই শাশ্বত সত্যকে ঠিক জানতে হলে জড় বিজ্ঞানের আকর্ষণ আর মোহাচ্ছন্নতাকে কাটিয়ে যেতে হবে চেতনার গভীরে। চেতনার জাগরণ হলে তবে বোঝা যাবে কেমন করে এই অন্তরের সত্যের ছোঁয়া পাবে জীবন। অন্তরের সত্যকে এর ফলে জাগিয়ে তোলা যায়। এমন করে এই অন্তরের গভীরে এগিয়ে যেতে হয় যার নিরেট উপলব্ধির ক্ষণ হয় চেতনার জাগরণে। চেতনার এই জাগরণের ক্ষণে এসে যায় উপলব্ধির সোপান। একটির পর আর এক উপলব্ধির স্তরের পর্বে পর্বে এই চেতনার জাগরণ হয়ে ওঠে। চেতনার জাগরণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলবে ক্রমাগতভাবে গভীরে ন্যাস্ত অনন্ত বিস্তৃত সত্যকে জীবনের মধ্যে ধারণ করে নেওয়া। বাইরের দৃষ্টি, যন্ত্র বিকশিত সব প্রকারের দৃষ্টি সীমাকে ছাপিয়ে এ সময়ে প্রস্তুত হয়ে যায় আর এক দৃষ্টির পর্ব। এই দৃষ্টি বাইরের জগতে অনন্ত ব্যাপ্ত যেমন— অতি ক্ষুদ্র পরিমাপ থেকে অতি বৃহৎ পরিমাপের; একেবারে সন্নিহিত থেকে বিস্তৃত হয়ে বহু দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে বিরাজমান হয়ে ওঠে। আবার অন্যদিকে এই দৃষ্টির অন্য দিকটি চেতনার জাগরণ ঘটিয়ে অন্তরের গভীরে গিয়ে ফুটে উঠবে একান্ত বিস্তৃত অন্তর জগতেঃ মনের গভীরে-প্রাণের গভীরে-হৃদয়ের গভীর প্রদেশে ব্যাপ্ত, বিস্তৃত প্রতিভাত হবে।

As the idea of a division between spirit and matter took hold, the philosohers turned their attention to the spiritual world, rather than material, to the human soul and problems of ethics. There questions were to occupy western thoughts for more than two thousand years after the culmination of Greek science and culture in the fifth and fourth centuries B.C., But Aristotle himself believed that questions concerning the human soul and contemplations of God's perfection were much more valuable than investigations of the material world.

(Fritj of Capra, The Tao of Physics : An exploration of the parallel between modern physics and Eastern Mysticism, Flamingo, 1991, p. 26)

সামগ্রিক দৃষ্টি জীবনের জড় সীমাকে যেমন অনুধাবন করতে পারে, তেমনি পারে অদৃশ্যের সমত্বে স্থিত জড়-চেতনের সব দিককে দৃশ্য অঙ্গনে নিয়ে আসতে। অন্তরের দৃষ্টিটি উপলব্ধি। এই উপলব্ধির বিকাশ ঘটে যদি অন্তর মাঝে জাগে আকূতি ভগবানের জন্য। নিত্য-নিরঞ্জন ভগবান স্বয়ং উপলব্ধির আলোয় মাত্র প্রতিভাত। উপলব্ধি হয়ে ওঠে জাগ্রত মনের-প্রাণের-হৃদয়ের সমন্বিত হবার অবস্থায়। মনের মাধুর্য এই উপলব্ধির পর্বে ফুটে ওঠে। মনের মাঝে চঞ্চল-ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত দিকগুলি পেরিয়ে এসে মনের একাগ্রতা স্থাপন করবার জন্য প্রয়াসী হতে হয়। একাগ্রতার পথে মনের বাতাবরণ হয়ে যায় একান্ত বিকশিত অন্তরের সব সংবেদকে সংহত করে একমুখিনতায় নিয়ে আসে। এই একমুখিনতার অবস্থায় মন একাগ্রতার পটভূমি পেতে পারে চেতনার সক্রিয় বিকাশে। যখনই চেতন অভীপ্সা গড়ে ওঠে ভগবানের জন্য, মনটি গুটিয়ে আসে। ক্রমশঃই মনের মাঝে আবির্ভূত হয় এমন পরিবেশ যেটি গড়ে দেয় শান্ত-সমাহিত মন। শান্ত সমাহিত মনের এই প্রতিবেদনের দিক বদল হয়ে যায়। জগতের দিকে হাপুস নয়নে, আকাঙ্ক্ষায় ভরা দৃষ্টি নিয়ে যে মনটি ছিল বিরাজমান এখন তারই সূত্রপাত একান্ত বিকাশী এক অনন্যতায় বিধৃত হয়ে ওঠা। এমন করে যে অনন্যতার দৃষ্টি জীবন পরিগ্রহ করেছে এ পর্যন্ত তারই মধ্যে ছিল অবস্থার সূত্র যার ফলে মন তার সীমা অতিক্রম করে এগিয়ে চলবে বিরাটের অভিমুখে। এটি অভীপ্সা। মন এই অভীপ্সার বাহন মাত্র। অভীপ্সা দৃঢ় হয়ে ওঠে যখন মন বিস্তৃত হয়ে যায় যেমন বাইরের জগতের জড় সীমায় তেমনি দৃঢ়বদ্ধ হয় অন্তরের জগতের সর্বত্র সার্বিকে। অন্তরের জগতে মনের এখন বহির্মুখিনতা বা এক্সটেরিওরাইজেশন কাটিয়ে অন্তর্মুখিনতা বা ইনটেরিওরাইজেশনকে বরণ করে নেওয়া। বহির্মুখিনতার মূল বিষয়— যা কিছু বাইরের জগতের থেকে আগত তাকে বরণ করে নিয়ে, তাকেই মূল্য দিয়ে জগৎ মাঝে চিন্তা-কর্ম ও চেতনাকে সংহত করা। অন্তর্মুখিনতায় অন্তরের গভীর প্রদেশে হয় দৃষ্টি নিবদ্ধ ও প্রসারিত। অন্তরের গভীরে যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ হয়ে যায় মনের মাঝে তখন অভ্যন্তরের বিশুদ্ধ চেতনের প্রভাব গড়ে ওঠে। বিশুদ্ধ চেতন এখন ক্রমবিকাশে জীবন মাঝে ফুটিয়ে তুলবে জ্যোতির্ময়, দিব্য পুষ্পের সমাচার। ভগবৎ ভাবনার গভীরে এই সময়ে চেতনার প্রবেশ। চেতনার জাগরণ মনের অভীপ্সার গভীরে মানবের

দৃষ্টি এসে যায় — এর পরিচয় হল— ভাগবতী দৃষ্টি। এই ভাগবতী দৃষ্টি জাগ্রত হলে মনের মাঝে ভগবৎ অভীপ্সার ছন্দ গড়ে ওঠে। ক্রমে বিকশিত ছন্দ ভগবানের উপলব্ধির বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। ব্রহ্ম উপলব্ধির সূচনা হয়ে যায়।

জগৎ মাঝে দিব্য জীবনের নবীন উন্মেষ ঃ

বাজস্য মা প্রসবেন উৎ গ্রাভেন উদগ্রভীৎ।
অসা সপত্নাং ইন্দ্র মে নিগ্রভেন অধরান্ অকঃ।
উদ্ভাবন চ নিগ্রভ্যাম ব্রহ্ম দেবা অবিবৃধন। অথা
সপত্নাম ইন্দ্রগ্নি মে বিষুচীনাম ব্যস্যতাম্।। (তৈ. স. ১/৬/৪/১২-১৩)

হয়েছে সূচনা নতুন জীবন চেতনের জগতে।
ক্রম উন্মোচনে এসেছে চেতনের এই অভিযান।
একটির পর একটি স্তরের এই চেতন যাত্রায় হবে নবজীবন প্রাচুর্য।
হয়েছে সে পর্ব নিশ্চিত যা কিছু হয়েছে জগৎ মাঝে।
একটির পর একটি সাধন ধারায় হয়েছে জীবন মাঝে স্নাত।
চেতনার দৈবী অভিযানেই এই জাগরণ হয়েছে সূচনা।
চেতনের এই যাত্রাপথে হয়েছে জীবন যাত্রার পর্ব।
বেদ চেতনের গভীরে হয়েছে জীবন মাঝে ভাগবতী উন্মেষ।

দেবতার এই বিপুল কৃপাপ্রসাদে চেতন সঞ্চার ঃ

এমা অগন্নন আশিষা দোহকামা ইন্দ্র বন্তো
বনামহে দৃক্ষ্মীমহী প্রজাম্ ঈষম।
রোহিতেন ত্বা অগ্নিঃ। দেবতাং গময়তু।
হরিভ্যাং ত্বা ইন্দ্রঃ দেবতাম গময়ত্বঃ।। (তৈ. স. ১/৬/৪/১৪-১৭)

শ্রবণে মননে হয়েছে যে অভীপ্সা জেগেছে অন্তরে তারই অভীপ্সা।
করি লালন শিব সনাতনের চেতন ভাবনা জীবনের মাঝে স্বতঃই।
এখন শিবানন্দে হবে ভরপুর জীবনের ভাবসম্পদের জাগরণ ক্ষণে।
হরিচেতনের এই ভাবপ্রদীপ হয়েছে জীবনের এই অনন্য প্রকাশে।
আনন্দের এই প্রকাশ পর্ব হবে উন্মোচিত দেবতার ভাব সংবেদ স্পর্শে।
সাধন জীবনের এই অনুভব প্রেরণায় হয়েছে দেবপ্রদীপ চৈতন্যে।
এখন হয়েছে ক্ষণ এগিয়ে চলবার প্রেরণা জীবনের অনন্য প্রকাশে।
নিত্য বিবেক এখন হয়েছে জাগ্রত দেবচেতনে হতে যুক্ত সদা চেতনে।

মায়ার বন্ধন করে ছিন্ন

বি তে মুঞ্চামি রশানা বি রশ্মিন্ বি যোত্রা।
যানি পরিচর্তনানি ধত্তাৎ অস্মামু দ্রবিণং যৎ চ।
ভদ্রং প্র নো ব্রতাৎ ভগধান দেবতাসু। বিষ্ণোঃ
শং যঃ অহম দেবয়জ্যয়া যজ্ঞেন প্রবিষ্টাং গমেয়ং। (তৈ. স. ১/৬/৪/১৮-১৯)

ছিল যদি কোন বন্ধন জীবনের এগিয়ে চলার পথে জগৎ মাঝে
হয়েছে যে মুক্ত ঐ সব বন্ধনের জাল আর অধিকার সীমা হতে।
হোক সব বন্ধন মোচন দায় জাল করে ছিন্ন।
সাধন পরশের নিত্য লালনে এই পথের মাঝে সর্বত্র।
ঐ অনন্ত সাধন যজ্ঞের নিত্য আহ্বানের এই পর্বে।
একের পর এক চেতন উন্মোচন প্রাণের নিত্য জাগরণে।
ভগবৎ আরাধনার এই পর্বের মাঝে একান্ত আহ্বানের ক্ষণ পথে।
বিষ্ণু শরণের পূর্ণতার পরশ দিয়েছে জীবনের ব্যাপ্তি সর্বত্র।

সর্বভাবের মিলন প্রদীপ
এই নবীন দিব্যভাবপপ্রবাহ

সোমস্য অহম দেবয়জ্যয়া সুরেতা রেতঃ বিশীয়ঃ।
তুষ্টু অহম্ দেবয়জ্যয়া পশুনাং রূপং পুষেয়ং।
দেবানাং পত্নীঃ অগ্নিঃ গৃহপতিঃ যজ্ঞস্য মিথুনং।
তয়োঃ অহম দেবয়জ্যয়া মিথুনেন প্রভুয়াসং। (তৈ. স. ১/৬/৪/২০-২২)

জীবনের নবীন এক জাগরণের তরে করেছি আহ্বান-উদ্যোগ।
দিয়েছি নিবেদনের অর্থ দেবতার চরণে আদি স্রষ্টা দেবাদিদেব চরণে।
ভাগবতী সাধন বীজ হয়েছে রচনা করতে উদার দান জগতে।
দিব্য চেতনের এই নবীন রূপ মণ্ডল হয়েছে জাগ্রত সদা নিবেদনে।
হয়েছে সমন্বিত দেবছন্দের ছিল যত ভাব মণ্ডল একান্ত উন্মোচন তরে
এখন হয়েছে ক্ষণ দেবতার এই নবীন বার্তার জগৎ বিস্তার পর্বের।
সাধন মিত্রাদি হবে এখন সমন্বিত এই নবীন দিব্য বার্তার বিস্তারে
ক্রম উন্মোচনের আনন্দ এখন করবে সমন্বিত সর্বভাবের মিলনে।

ভক্তির এই প্রকাশপর্ব জীবনের একান্ত উন্মোচনের ফলে গড়ে ওঠে ভক্তির বিকাশ সূত্র হয়েছে জীবনের একান্ত পরিচয়ে বিধৃত। এই পরিচয়ের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে ভগবৎ অনুভবের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলবে একান্ত অনুভব আর তারই মধ্য দিয়েই ভক্তির গাঢ়তা ভক্ত হৃদয়ের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে। ভক্তি হৃদয় ভরপুর হয়ে যায় একান্ত ভাবে নিশ্চিত ভক্তিসূত্রের দৃঢ়বদ্ধ হয়ে ক্রমশঃই গড়ে ওঠার পরম্পরার মধ্য দিয়ে সর্বত্র।

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবৎ ভাব আত্মনঃ।
ভূতানি ভাগবৎ আত্মনি এষ ভগবৎ উত্তম। (ভাগবৎ, একাদশ স্কন্ধ, জনক রাজা)

ভগবানকে জীবন মাঝে বরণ করবার জন্য যে প্রয়াস হয়ে ওঠে তারই একান্ত বিকাশ হ'তে পারে অন্তর মাঝে ক্রমাগত এগিয়ে চলবার প্রয়াস পর্বে। প্রয়াস পর্ব হয়ে চলবে জীবনের কর্মসমূহের পর্বে পর্বে হয়ে চলবে অধ্যাত্ম প্রয়াসের সার্বিক উন্মোচন। এই উন্মোচনের পথ দিয়ে জগতের পথে পথে ভগবৎ ভাব প্রবাহ বিস্তৃত হয়ে যাবে নিত্য বিকাশের পর্ব মাঝে এই বিকাশ হয়ে উঠবে নিত্য নিরঞ্জনের পথ প্রকাশ। এই বিকাশ পর্ব হয়ে উঠবে জীবনের নিত্য সূচি। এমনই বিস্তৃত পর্বের মধ্য দিয়ে হবে স্বতঃই ভক্তির বিকাশ সূত্র। সবারই অন্তরের অন্তঃস্থলে রয়েছেন নিত্য প্রকাশী শাশ্বত সনাতনী ভাব সঞ্চারের মধ্য দিয়েই হয়ে চলে একান্ত বিকাশের পর্বে হয়েছে এমন ভাব সঞ্চারী প্রকাশ সবই হয়ে রয়েছে জীবনের নিত্য বিকাশ পর্বের মাঝে স্বাতন্ত্রে বিধৃত এক নিশ্চিত সনাতনী প্রজ্ঞাপরশ।

The most important characteristics of Eastern World view one could almost say the essence of it, is the awareness of the unity and mutual interrelation of all things and events, th experience of all phenomena in the world as manifestation of a basic oneness. All things one seen as interdependent and imseparable parts of this cosmic whole; as different manifertation of the same ultimate reality. The Eastern traditions constantly refer to this ultimate, invisible reality which manifests itself in all things, and which all things are parts of.

(Fritj of Capra, The Tao of Physics : An exploration of the parallel between modern physics and Eastern Mysticism, Flamingo, 1991, p. 141)

বিজ্ঞানের দৃষ্টির পটভূমিতে গড়ে উঠেছে সমাজের বাঁধুনি। সমাজ গড়ন হয়েছে তাৎক্ষণিক অবস্থা ও অবস্থানের পটভূমিতে জীবনের একের পর একটি বিষয়ের ও ভাবের সমন্বিত হয়ে চলেছে এক প্রবাহ, যা সমন্বিত হয়ে ওঠে। এমন করেই ভাবদীপ্তির বিকাশ সূত্র জীবনকে মহৎ ও বড় করে তোলবার জন্য প্রয়াসী হয়ে ওঠে। এমন প্রয়াস যার অভ্যন্তরে এসেছে ভাব পরিমণ্ডল ও ভাবসূত্র। ভাবসূত্র বা ভাব পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে একান্তভাবে নিজ স্পন্দনকে এক মহাবিশ্বের যে সামগ্রিক স্পন্দন — এরই মধ্য দিয়েই ভগবৎ বিশ্বাস তার চিন্তাসরণি ও কর্মসরণি দিয়ে এগিয়ে যাবে। কর্মের প্রবাহ আর কর্মপ্রয়াসের পথ দিয়েছ সনাতনী প্রজ্ঞার পরশ ফুটে উঠবে সাধক-ভক্ত জীবন আর কর্মের।

অনেন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেম সঙ্গতা।
ভক্তিঃ অতি উচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদ উদ্ধব নারদে। (ভাগবৎ, নারদ-পঞ্চরাত্র)

ভগবানের উপলব্ধির সূচনা হয় একটা আপাত বিশ্বাসে। নিবিড় প্রয়োগ পটের মধ্য দিয়েই প্রস্তুত হয়ে যাবে নবীন কর্মপথ। নবীন কর্মপথটি হয়ে উঠবে এক অনবদ্য কামনাহীন-বাসনাহীন। এমন বাসনা-কামনাহীন হয়ে যে কর্ম সেটি মূলতঃ ভগবানে নিবেদিত। নিবেদিত কর্মপথটি হয়ে উঠবে জীবনের জীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, ক্ষণ-মাত্রার সব অভিব্যক্তি ও নিবেদনকে অবলম্বন করেই এগিয়ে চলতে। এই এগিয়ে চলার পর্ব সাধকের নিজ তৃপ্তি আর উপলব্ধির প্রয়াসকে যুগপৎ সমর্থন করে, আবার একই সঙ্গে মহাসৃষ্টির জগৎ ব্যাপ্ত সব উপায় আর বিস্তৃতির পর্ব মাঝে গড়ে তুলবে দৈবী চেতন ও দৈবী চরিত্রের মহা সংযোগে গড়ে ওঠা একান্ত পরিচয়। পরিচয়টির গূঢ় অভিব্যক্তি হল জীবনকে অনন্য চিন্তন ভাব প্রদীপ সমন্বিত ভাগবতী নির্ভরতা আর ভাগবতী নিবেদনের একান্তভাবে এই নির্ভরতার প্রবাহ যেমন চলবে, তেমনি ফুটে উঠবে জীবনের সত্য-হৃদয় মাঝে। অনন্ত ব্যাপ্ত ঈশ্বর প্রসাদ এখন অনন্যতায় হয়ে বিধৃত সাধারণ ভাব পরিচয়ের পরিপূর্ণতায় ভরিয়ে তুলবে নিত্য ভাবমণ্ডলের বিস্তৃত এক অনাদ্রিত প্রভাব। অনন্য চিন্তায় ভগবানকে স্মরণ-মননের সরণিতে কিছু সত্য ফুটে উঠবে। আর এই ভাবপ্রদীপ জীবনকে করে তুলবে আলোকময়, জ্যোতিষ্মান। শিব সনাতন স্বয়ং প্রকাশ হয়ে উঠবেন মানবের হৃদয়ের ধর্ম; আত্মার জাগরণ হবে এখন।

প্রজ্ঞাময় প্রজ্ঞাস্বরূপের বেদ প্রকাশ ঃ

বেদঃ অসি বিত্তিঃ অসি বিদেয় কর্মঃ অসি।
কারুণম অসি ক্রিয়াসং অসি সানিঃ অসি।
সনিতা অসি কনেয়ং ঘৃতবন্তম্ কুমায়িনং।
রায়ষ্পোষং সহস্রিনং বেদঃ দদাতু বাজিনম্। (তৈ. স. ১/৬/৪/২৩)
জেনেছি তোমায় প্রজ্ঞাময় হয়ে প্রস্ফুটিত প্রজ্ঞা শরীরে।
সৃষ্টি-যজ্ঞের পালন পরম্পরা করে সৃজন দিয়েছ নিত্য উন্মেষ।
জ্ঞানকণার মিলন ক্ষেত্র এখন করছে আহ্বান সব সম্ভাবনাকে।
তোমারি জগৎ বিস্তারের সব ক্ষেত্র করেছি সংহত এখন নিত্য বিবেকে।
সংহত চিত্ত এনেছে দিব্য ভাব উন্মেষে বেদ প্রভা জগৎ মাঝে।
তোমারই করুণার প্রসাদ এখন পড়বে ছড়িয়ে জগৎ চরাচরে স্বতঃই।
দিব্য আলোকের দিব্য বার্তা দিয়েছে এনে বিপুল সাধন উদ্যোগ এই চেতনে
নিত্যদিনের ভাঙাগড়ার চির উন্মেষের মধ্য দিয়ে অনন্তের অভিমুখে সদানন্দে।

পৃথিবীর পরিচয় হবে দেবচেতনে নিষিক্ত ঃ

আ প্যায়ত্যাং ধ্রুবা ঘৃতেন যজ্ঞং যজ্ঞং।
প্রতি দেবয়ত্যজ্যং দেবভ্যাং সূর্যায়াঃ উঠো।
আদিত্য উপস্থং উরু ধারাঃ বিশ্বতঃ
পৃথিবীমং যজ্ঞেঃ আসীন্। (তৈ. স. ১/৬/৫/১)
অনন্ত কালপ্রবাহের মাঝে দিয়েছ যে কর্ম-ধারা-চিন্তন
প্রতিদিনের এই ক্রম দহন পর্বের মধ্য দিয়ে এটি হয়েছে উন্নত।
অভিপ্সার ক্রম নিবেদনের পথে একান্ত আবেশের ক্ষণ এখন।
জীবন মাঝে দিয়েছ এগিয়ে নবীন এই প্রজ্ঞা সঞ্চারী ক্ষণ প্রভা।
দেবসূর্যের এই প্রকাশ বেলার এখন নিত্য বিকাশের এই পর্ব।
ঐ উর্দ্ধপথে দেবলোকে মনের মাঝে হয়েছে সৃষ্টির প্রকাশরূপ।
এখন দিব্যবার্তা পেয়ে যাবে নিত্য বিকাশের মাধুর্য একান্ত আবাহনে।
পৃথিবীর পরিচয় হবে যুক্ত দেবলোকের চেতন বিস্তার সঙ্গে জগৎ জাগরণে।

পূর্ণসত্যের অভিমুখে জীবনমাঝে

প্রজাপতেঃ বিভান্ নাম লোকাঃ তস্মিন ত্বা দধামি।
সহ যজ মানেন। সদসি সৎ মে ভূয়াঃ সর্বম্ অসি।

উপলব্ধির বিস্তার ঃ সর্বম্ মে ভূয়াঃ পূর্ণম্ অসি পূর্ণম্ মে ভূয়াঃ।
অক্ষিতম অসি। মা মে ক্ষেষ্ঠাঃ। (তৈ. স. ১/৬/৫/২-৩)
সৃষ্টির কক্ষপথ করেছ রচনা নানা বৈচিত্রের করে সূচনা।
যত জীবন হয়ে চলেছে সৃষ্টি আবার নিঃশেষ হয়েছে কৃপার স্পর্শ সবে।
বহু মানব হয়েছে লিপ্ত দীর্ঘ জীবন ব্রতের একান্ত আগ্রহে হয়ে এক অংশ।
কেউ বা পেয়েছে তোমারই দিব্য আলোকের রশ্মি হয়েছে কেউ বা অন্ধকারবাসী।
যখনই হয়েছে সাধন প্রাবল্য জীবন মাঝে হয়েছে পূর্ণ উন্মোচন সাধক চেতনে।
যদি বা হয়েছে পূর্ণ চেতনের জন্য আগ্রহ-স্থিত হয়েছে কৃপার বিস্তার জীবনে।
হও ভগবানে নিবেদিত পরম আগ্রহের সাথে নিত্য বিকাশের তরে অভীপ্সায়।
অশেষ অনন্ত ঐ ভাগবতী প্রকাশ এখন ক্রম সঞ্চারে হবে তোমার জীবনে স্থিত।

দিব্য আলোক এখন হবে বিস্তৃত সর্বভাবে, সর্বদিকে ঃ প্রাচ্যম দিশি দেবা ঋত্বিজঃ মার্জয়ন্তাম।
দক্ষিণায়াং দিশি মাসাঃ পিতরঃ মার্জয়ন্তাম।
প্রতীচ্যাং দিশি গৃহঃ পশ্বো মার্জয়ন্তাম।
উদীচ্যাং দিশি অপ ঔষধয়ো বনষ্পতয়ো মার্জয়ন্তাম।
উদ্ধব্যাং দিশি যজ্ঞং সর্বস্তরঃ যজ্ঞপতিং মার্জয়ন্তাম। (তৈ. স. ১/৬/৫/৪-৮)
পূর্বের দেববিস্তৃতি মহাবিশ্বের সর্বত্র দিক ব্যাপ্ত হয়ে
দক্ষিণ প্রভায় নানা মাসে আর পূর্ব পুরুষে আসুক বিশুদ্ধি।
পশ্চিমের প্রকাশ হোক গৃহ আর আলোর বিশুদ্ধির এই পথে।
উত্তরের প্রকাশ হোক জলধারায় হয়ে স্নাত জীবনের এই প্রয়াসে।
আলোর পরশে উদ্দীপ্ত এই সাধন প্রয়াসের এই ভাবধারায়।
উর্দ্ধমুখি এই বিশুদ্ধির সাধন পথ হোক জাগ্রত জীবন মাঝে।
যেমনে হয়েছে সব দিকের প্রাবল্যে দৈবী আভা।
সাধনের ক্ষণে এসবের মাঝে এসে দিব্য আলোকের সহযোগ।

ভগবানের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তিকে পাত্রস্থ করতে হয়। ভগবানকে নৈর্বক্তিক এক অনন্ত অসীম একান্ত পথের দৃপ্ত পর্বে হয়ে চলবে অনিবার্য কোনও এক অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তি হয়ে উঠবে নিশ্চিতভাবে জগতের আকর্ষণকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলবার অনাবিল এক অনন্য চেতন সম্ভার। শ্রদ্ধার রথে আরোহণ করেই এই ভক্তিলাভ।

শ্রদ্ধাঃ অমৃত কথায়াং মে শশ্বন মৎ অনুকীর্তনম্।
পরনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম। (ভাগবৎ ১১/১৯/২০)

ভক্তির পরিবেশটি প্রস্তুত করতে হলে চাই একান্ত এক নিবেদনের পর্বে সামগ্রিক সমর্পণ পর্ব। এই সামগ্রিক সমর্পণ একান্তভাবে নিজের যা কিছু রয়েছে অহং দ্বারা আবেষ্টিত, অথবা কোনও বিরূপ পরিস্থিতির প্রবাহে হয়ে উঠবে নিত্য ভাবপ্রদীপ। এই ভাবপ্রদীপই হয়ে উঠতে চায় জগদাতীত চেতনকে জাগিয়ে তোলার জন্য একান্ত বিকাশী। এই বিকাশটি আবেষ্টনী। অনন্ত সত্যকে অনুভবে বরণ করতে হয় সময়ের সরণিতে। বিশ্বাস আর শ্রদ্ধায় ভগবানকে তাঁর রূপমাধুর্যে জানতে হয়। এইটি হল তাঁর স্বরূপ। তাঁর এই স্বরূপকেই দৃঢ়-স্থিত একান্ত বিশ্বাস-শ্রদ্ধার কেন্দ্র করে তোলা হয়ে যায়। বিশ্বাস-শ্রদ্ধার অবলম্বন হল ভগবানের প্রকাশ তনু। এই প্রকাশ তনুর মধ্যে থাকে দৃঢ় সত্য-শাশ্বত সনাতনী-চিরন্তনের সত্য। ভগবানের এই সত্য কালের সীমার বাইরে।

The parallel between scientific experiments and mystical experiences may seem surprising in view of the very different nature of these acts of observation. Physists perform experiments involving an elaborate teamwork and a highly sophisticated technology. Where as, mystics obtain their knowledge purely through introspection, without any machinary, in the privacy of meditation. Scientific experiments further more seem to be reserved for a few individuals as special occasions. A closer examination shows, however

that the differences between two kinds of observation lie only in their approach and not in their reliability or complexibility.

(Fritj of Capra, The Tao of Physics : An exploration of the parallel between modern physics and Eastern Mysticism, Flamingo, 1991, p. 44)

শ্রদ্ধার মূল নিহিত রয়েছে বিশ্বাসের গভীরতায়। বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ যদি হয় ভগবৎ স্বরূপের প্রতি তবে শ্রদ্ধার বিকাশ ঘটে। শ্রদ্ধা জেগে উঠলে গড়ে ওঠে প্রণতি, যদি বিশ্বাসের সূচনা হয়ে যায়। বিশ্বাসের সূচনায় একটু একটু করে ভাগবতী তনু বিকাশের উপর আকর্ষণ ঘটতে থাকে। আগ্রহ আর আকর্ষণ ক্রমশঃই আহ্বান করে চলে অদৃশ্যে। ভগবৎ স্বরূপের প্রতি এই আকর্ষণ যদি ক্রমশঃই হয়ে ওঠে নিত্য নিরঞ্জনের একের পর এক আহ্বানের পর্ব সূচনায় ক্রম সঞ্চার হয় ভগবানর প্রতি আকর্ষণ আর আগ্রহ। এই আগ্রহ আর আকর্ষণ জীবনের জন্য এক নবীন পথ প্রকাশ হয়ে থাকবে অনন্যতায় বিধৃত এই একান্ত বিকাশের পথ হয়ে উঠতে চাইবে একান্ত নিবেদনের পর্বে কীর্তন শ্রবণাদির মধ্য দিয়েই হবে প্রস্তুত মনপ্রাণ।

আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্ব অঙ্গে অভিবন্দনম্।
মৎ ভক্ত পূজা অভ্যধিকা সর্ব ভূতেষু মৎ মতিঃ।। (ভাগবৎ, ১১/১৯/২১)

ভগবৎ প্রসঙ্গের অমৃত কথা হৃদয়-মন-প্রাণকে জাগ্রত করে তোলে। এই জাগরণ স্বতঃই নিত্য নিরঞ্জনকে বরণ করে নিয়ে। যখন প্রত্যক্ষভাবে শ্রীভগবানের বাক-সন্দেশ আসে ভক্ত জীবনের কাছে সেটি হয়ে ওঠে মানব জীবনের একান্তভাবে হয়ে ওঠে নিত্য ভাব প্রদীপ আর নিবেদনের একান্ত ভাব সম্পদ। এমন ভাবসম্পদ হয়ে উঠবে জীবনের মাঝে একান্ত বিকাশের জন্য অনন্যভাব মাত্রার সক্রিয় বিকাশ পর্ব।

ভগবানের ভাব অথবা কোনও আকর্ষণ যদি ফুটে ওঠে তবেই তাঁকে জীবনের চিন্তায় কর্মে ভাবে বরণ করতে হবে জীবনে ভরপুর। এমন করেই হয়ে উঠবে জীবনের জন্য অনিবার্য যেটি ক্রম বিকাশের পথে হবে নিত্য প্রকাশের মাঝে সমন্বিত। এজন্য হয়ে উঠবে জীবন মাঝে আগ্রহ ভগবানকে নিজ জীবন মাঝে বরণ করে নিতে। ভগবৎ ভাব হৃদয় মাঝে ধারণ করে ঐ ভাবস্পন্দনকে নিয়েই করতে আপনতর। ভগবানকে নিজ ভাবস্পন্দনের মধ্যে বরণ করে নিয়ে নিত্য ভাবস্পন্দনকে পরিচর্যা করতে হয় স্বতঃই। এই ভাগবতী স্পন্দন নিত্য নিরঞ্জনের ভাব মাত্রার জন্য ভাব পরিবেশের মধ্যে পরিচর্য্যার পথে এগিয়ে চলতে হয়। ভগবৎ ভাব বিগ্রহ হয়ে ওঠে একান্ত নিবিড় সম্পর্ক বিকাশের প্রবাহ সৃষ্টি করতে হয়। ভগবৎ ভাবচেতনকেই বাস্তব তনুমাত্রায় চেতনের অনুভবে ধারণ করে ক্রমশঃই হয়ে উঠবে জীবনের পূজা-অর্চনার সোপান ভরে এগিয়ে চলতে। একান্ত এই বিকাশ পর্ব হয়ে উঠবে সদাই পূজার পর্বে অর্চনায় বরণ করে। সকল হৃদয়ের মধ্যে হয়ে উঠবে একান্ত বিকাশের পর্বে পর্বে হয়ে ওঠে বিকশিত ভাগবতী ভালবাসায় হয়ে ভাস্বর।

বিষ্ণুকৃপার পরশ পর্বে ঃ

বিষ্ণোঃ ক্রমঃ অসি অভিমাতিহা গায়ত্রেণ।
ছন্দসা পৃথিবীম্ অনু বি ক্রমে নিভুক্তঃ স।
যং দ্বিষ্মো বিষ্ণোঃ ক্রমঃ সি অভিসস্তিহাঃ।
ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা অন্তরীক্ষম্ অনু বি ক্রমে। (তৈ. স. ১/৬/৫/৯-১০)

বিষ্ণুর কৃপাপরশ এখন হয়েছে ব্যাপ্ত জীবনের সবদিকে।
জীবনের সব প্রয়াস করে নিবদ্ধ বিষ্ণুর সাধনে জীবন পথে।
গায়ত্রী মন্ত্রের তল প্রভায় করে স্নাত হোক জীবনের ছন্দ প্রস্ফূটিত।
সাধন প্রস্তুতি হবে এখন জীবনের কর্মপথে একান্ত উন্মোচনের প্রবাহে।
জীবন পথে হয়েছে দিব্য আকর্ষণ ভাগবতী আকর্ষণ হয়েছে সদা মূর্ত।
ভগবৎ ভাব হয়েছে জীবনে অন্বিত যখনই হবে জীবনস্নাত সর্বদা।
তোমারই কৃপার পরশ আসবে জীবনের সাধন নিবেদনের ক্ষণে।
এখন দেব আকর্ষণের নিত্য প্রদীপ হোক জীবন মাঝে মূর্ত দীপ্যমান।

ভাগবতী প্রভায়
দিব্য ভাবের পর্বে ঃ

নির্ভক্তঃ স যং দ্বিষ্মো। বিষ্ণোঃ ক্রমঃ অসি অরাতীয়তো হন্তা।
জাগতেন ছন্দসা দিবমনু বিক্রমে। নির্ভক্তঃ স যং দ্বিষ্মো।
বিষ্ণোঃ ক্রমঃ অসি শত্রয়তো হন্তা অনুষ্টুভেনঃ।
ছন্দসা দিশঃ অনুঃ বি ক্রমঃ। নির্ভক্তঃ সঃ যং দ্বিষ্মঃ। (তৈ. স. ১/৬/৫/১১-১২)
সাধন পথের পরম্পরা হয়েছে রচনা ভগবৎ ভাব ব্যতিরেকে।
ভগবৎ ভাব পথের এই অন্য ভাব বিকাশ স্বতঃই বিকাশ পর্বে।
সত্যকে করে আগ্রহে বরণ জীবনের উপান্তে সদা বিকাশ উন্মোচন পর্বে।
এখন এসেছে সেই সময় যারই একান্ত নিবেদন জীবনের পর্ব মাঝে।
বিষ্ণুচরণ করে শরণ হয়েছে জীবনের এই একান্ত অনুভব পর্বে।
এখন দিব্য অভিলাষ করতে পূরণ মনের প্রান্তর করে শিহরণ এখন।
ভাগবতী ছন্দ করে আনন্দময় জীবনের কর্মপথ হয়ে উঠুক বিশুদ্ধ।
যে সাধক-ভক্ত করেছে নিবেদন হৃদয়ে-মন-প্রাণ সংহত ভাক ও স্পন্দন।

দিব্য আলোকর
অনন্ত বিকাশে ঃ

অগন্ম সুবঃ সুবঃ অগন্ম সং দৃশস্তে মা চিৎসি।
যৎ তে তপঃ তস্মৈ তে মা আ বৃক্ষিঃ।
সুভরসি শ্রেষ্ঠঃ রশ্মীনাম আয়ুধাঃ অসি আয়ুঃ।
মে দেহি বর্চোধা অসি বর্চঃ ময়ি ধেহি। (তৈ. স. ১/৬/৬/১-২)
এসেছি এই আলোর জগতে যেখানে রয়েছে সদাই বিধৃত।
দীপ্ত পকাশ পর্বে শত সূর্যের আলোক স্নাত হবে জগতে।
যেমন করে দেবস্থানের সৌন্দর্য আর শক্তি হয়েছে সংহত
হোক তেমনে জীবনের নিত্য বিকাশের শক্তি হোক সংগত সদাই।
নিবেদনের এই পর্বে এমন সব সাধন পর্বের মধ্যে হ'তে প্রকাশিত।
দাও তোমার কৃপাশক্তির প্রকাশ হোক জীবনের সাধন অর্জন।
আলোর এই দিব্য রশ্মি হয়েছে জীবনের নিত্য বন্ধ সাধন অঙ্গনে।
দাও হে দেবতা ঐ দিব্য বিকাশের একের পর এক ক্রম উদ্বোধনে।

পরমানন্দের আনন্দ বিস্তার
দৈবী আলোক পথে ঃ

ইদম অহম অমুম ভ্রাতৃভ্যাম অভ্যো দিগ্ভো অস্যৌ।
দিবঃ অস্মাৎ অন্তরীক্ষৎ অস্যৈ পৃথিব্যা
যঃ জ্যোতিষাঃ অভ্যুভ্যাম। ঐন্দ্রিম আবৃতম্ অনুবর্তেঃ। (তৈ. স. ১/৬/৬/৩-৫)
দেবসূর্যের পরশ এসেছে জীবনের প্রথম জাগরণ পর্বে।
এখন জ্যোতির্ময় দীপ্তির প্রভা করেছে বিকশিত ভাগবতী ভাব প্রদীপ জীবনে।
যা কিছু অদিব্যের বাহনে অন্ধকারের দ্যোতনা ছিল বিরাজিত জগৎ মাঝে
এখন এসেছে ক্ষণ বিপুল বিলুপ্তির এই পরিসরে করতে ধারণ।
দেব পরিচয়ের এখন হবে বিপুল ব্যাপ্তি জগৎ মাঝে সর্বত্র।
অনুপম এই আলোক বিস্তৃতির বিশ্বব্যাপ্তি এখন হবে নিশ্চিত গতিতেই।
হয়েছি একাত্ম আনন্দময় ঐ পরমানন্দের আলোক বিস্তৃতির পর্বে।
যেমনে হয়েছে বিস্তার ঐ দৈবী আলোক জগতে তেমনই এই আনন্দের ব্যাপ্তি।

ভগবানকেই জীবন যদি বরণ করতে চায় তবে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-ভালবাসা দিয়ে বরণ করে নিতে হয়। জীবন মাঝে ভগবান যখন ফুটে ওঠে তখন জীবনের মাঝে আসে ভাগবতী বার্তা। এই ভাগবতী বার্তা যদি জীবনের মাঝে স্পর্শ এসে যায় তবে ভাগবতী ভাব আবর্তে এক হয়ে যায়। তবে এই একান্ত ভাব আবেশ হয়ে যায় জীবনের এক নিশ্চিতভাবে গড়ে তোলা হয়ে যাওয়া বিশেষ করেই হয়ে ওঠে ঐ ভাগবতী বিকাশ সাধক অন্তরে।

মৎ অর্থ অসঙ্গ চেষ্টা চ বচসা মৎ গুণেঃ অনুরণম।
ময়ি অর্পনং চ মিনসঃ সর্ব কাম বিবর্জম্। (ভাগবৎ, ১১/১৯/২২)

ভগবানকে বরণ করতে আরও তীব্র সংবেদ এসে যায় জীবনের মাঝে যদি ভাগবতী বাক এসে যায় শ্রবণে। ভাগবৎ নির্ণয় করে দিয়েছেন ব্যক্তি অর্জনের উপায়। নববিধা ভক্তি অর্জনের পথ ভাগবৎ বলেছেন, এগুলি হল— শ্রবণ-কীর্তন-বিষ্ণুশরণ-পাদসোবন-অর্চন-বন্দন-দাস্য- সখ্য-আত্মনিবেদন। শ্রবণ হল ভাগবৎ ধর্ম মতে ভক্তি অর্জনের প্রথম সোপান। শ্রবণ একটি সাধন পথ। ঋষিগণ বেদবিদ্যায় বলেছেন 'ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ' — হে দেবতা এমন করে শ্রবণ-সামর্থ গড়ে দাও যেন সর্ব ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ভাগবতী বাক ও স্পন্দন শ্রবণ করতে সমর্থ হয় জীবন। ভাগবতী বাক হল শ্রীভগবান যা বলেছেন সেটি।

The basic oneness of the universe is not only central characteristic of the mystical experiences but is also one of the most important revealations of modern physics. It becomes apparant at the atomic level and manifests itself more and more as one penetrates deeper into matter, down into the realm of subatomic particles.

(Fritj of Capra, The Tao of Physics : An exploration of the parallel between modern physics and Eastern Mysticism, Flamingo, 1991, p. 142)

ভাগবতী বাক বেদ নিঃসৃত হয়ে সাধন শাস্ত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঠাঁই করেছে। যা কিছু ভগবানের ভাব আশ্রিত, ভগবানের ভাব যেখানে হয়ে রয়েছে নিহিত অথবা সেখানে এসেছে ভগবান নিত্য নিরঞ্জনের স্বীয় কোন বাক-ছন্দ সেটি ভাগবতী বাক। সাধন পথের অনুভব যখন দৃঢ় হয়, গভীর হয়ে যায় তখনই জীবনের পর্বে পর্বে ছন্দের আবর্তনে হৃদয়-মন-প্রাণকে স্পর্শ দিয়ে জাগিয়ে তোলে। ভগবান স্বয়ং যখন কোন বাক উন্মোচন করেন— সাধকের সাধন মন তখন ভাগবতী বাক্ বা ভাগবতী ছন্দকে জীবন মাঝে আহ্বান করে বরণ করে নেবেন। শ্রবণ এখন হবে ভাগবতী।

মৎ অর্থে অর্থ পরিত্যাগঃ ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং সৃতং জপ্তং মৎ অর্থং যৎ ব্রতং তপঃ। (ভাগবৎ, ১১/১৯/২২)

শ্রবণে ভাগবতী পরশ যখন এসে যায় তখনই সূচনা হয়ে ভাগবতী গুণমাত্রায় জীবনকে ভরিয়ে তোলে। ভাগবতী জীবন মাত্রায় এই ভরিয়ে তোলার পর্বসূচনা হয়ে থেকেও যেন এগিয়ে যেতে পারে না যদি জীবন পথ ঐ নিবিড় ভাবরাজির আর্বতে যুক্ত হয়ে এসে যায়। এমন করেই হয় জীবন মাঝে একান্ত আকর্ষণের ভাগবতী ভাবমণ্ডল জীবনকে আবেষ্টন করেই থাকে। এই আবেষ্টনের অবস্থা হয়ে ওঠে ক্রমে স্বাভাবিক। এমন অবস্থায় সাধন প্রাণ যেমন একদিকে কর্মচিন্তা ও কর্ম সমূহের মধ্যেই প্রবেশ করছেন অথবা অন্তর মাঝে বরণ করে নিয়ে নবীন ভাববিকাশের পটভূমিকে করে দেবেন চির ভাস্বর।

শ্রবণের মধ্যে যখন আকাঙ্ক্ষিত স্পন্দন এসে যায় ক্রমান্বয়ে এই পার্থিব পরিবেশের মধ্যে থেকেও। সাধক এখন যেমন শ্রবণের স্রোত স্পর্শ ধারণ করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। শ্রবণের অববাহিকা ধরেই হৃৎকেন্দ্র; মস্তিষ্ক সমগ্রতায় জগতের পটভূমিতেই গড়ে ওঠবে। শ্রবণক্রিয়া পরিপূর্ণভাবে ভরপুর হয়ে জগৎ ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই নবীন ভক্ত হৃদয় এখন হবে পরিপূর্ণতায় ভরপুর হয়ে উঠবে স্বতঃই। যা কিছু সৃষ্টিরথ পর্বে পর্বে করে উত্থাপন এখন ভগবত্তার জীবন গড়ে উঠবে। ভাগবতের দিক নির্দেশ হয়ে রয়েছে এইসব পথ। শ্রবণের মধ্যে সাধারণতঃ স্থিত হয়ে থাকবে সর্বদাই। জীবন ক্রমে শ্রবণের অলিন্দে একক মাত্রার সাধন সাহিত্য, সাধন বিস্ময়। ভাবনা এবার নিবদ্ধ হয়ে ভগবানের গভীরে ফুটে উঠবে নিছক ছন্দময় কর্ম; ছন্দময় জ্ঞান; ছন্দময় ভক্তি প্রভৃতি। ভক্তজীবন এখন আনন্দের এই নবীন উৎস পেয়ে এগিয়ে চলবে মন-প্রাণ হৃদয়ে ভগবানকে বরণ করবে হয়ে ব্রহ্মানন্দময়।

অগ্নিপথে সাধন যজ্ঞে ঃ সম অহং প্রজয়া সং ময়া প্রজা সম অহং।
রায়স্পোষেন সং রায়স্পোষঃ। সমিদ্ধো।
অগ্নে মে দীদিহি সমেদ্ধা তে অগেমন দীদ্যাসং।
বসুমান যজ্ঞে বসীয়ান্ ভূয়াসম্। (তৈ. স. ১/৬/৬/৬-৮)

সাধন পথের বৈচিত্র হয়েছে সৃষ্টির নানা প্রকারের মধ্যে।
সকল সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে নিত্য বিকাশের স্থিত পরশ।

যেখানে এসেছে ভাগবতী ভাবের প্রাচুর্য আসুক তার আহ্বান জীবনে।
নিত্যদিনের এই সাধন যজ্ঞের অগ্নি প্রভা হোক বিস্তৃত সর্বত্র।
জীবন মাঝে হয়েছে আবাহন ঐ চিন্ময় প্রকাশের পরম মাধুর্যে।
সাধন অগ্নি দিয়েছে উপহার অন্তর মাঝে জাগরণ ব্রতের নতুন প্রকাশে।
হয়েছে সে অগ্নি ভাস্বর নবীন আলোর দৃপ্ত বিশ্বাসের আলোক বরণে।
এমন করেই আসুক জীবনের এই বহ্নিমান উত্তাপের আলোকে।

অগ্নিযজ্ঞে সাধকের সিদ্ধির পূর্ণাহুতি ঃ

অগ্নে আয়ুংসি পবস আ সুবীর্যম।
এষং চঃ নঃ। আর বাধস্ব দুচ্ছুনাম।
অগ্নে আয়ুংসি পরস্ব স্বশা অস্মৈ বর্চঃ সুবীর্যম।
দধত পোষং রয়িং ময়িঃ। (ঋ. বে. ৯/৬৬/১৯-২১)

যজ্ঞের প্রভা করবে দেবশক্তির বিস্তার জনমন হৃদয়ে।
যা কিছু হয়েছে যজ্ঞের নির্ণয় ঐ শিখাময় অবয়বের গভীরে।
ভাগবতী কৃপার প্রসাদ এসেছে আবাহনের পর্বে পর্বে।
এখন জীবন মাঝে পরমের উন্মেষ ক্ষণের ক্রম বিস্তার।
দেব সন্তোষ এসেছে যজ্ঞের অগ্নির অভীপ্সার আরোহণ পর্বে।
যেমন করেই হয়েছে ঐ যজ্ঞের বিস্তার এসেছে তেমনই ভাবপ্রভা।
অগ্নি চয়ন হয়েছে অগ্নি ব্রতের নিরন্তর নিবেদনের এই পর্বে।
বেদ ভূমি এখন হয়েছে জাগ্রত দেব অগ্নির চয়ন আর যজ্ঞে পূর্ণাহুতিতে।

ভক্তির অর্চনা যখন হতে থাকে তখন সাধক হৃদয়ে প্রস্তুত হয়ে যায় ভক্তির এক বিশেষ বাতাবরণ। এই বাতাবরণ যখন হয়ে যায় উন্মুক্ত তখন এসে যায় ভক্তির এই স্বর বিবেধ। ভক্তির এই স্তর বিন্যাসের পটভূমিতেই গড়ে ওঠে এক একটি করে ভক্তির অনুভব আর ক্রম বিকাশের বিশেষ পর্ব। ক্রম বিকাশের অর্থ হল ক্রমে ভক্তির এই বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গে গড়ে তোলা হবে বিশেষ যে ভাবসঞ্চার প্রক্রিয়া। এই ভাবসঞ্চার প্রক্রিয়ায় হয়ে ওঠে ভক্তি ধারণের উপযুক্ত মনের পরিবেশ আর হৃদয়ের আকাশ ও এই জীবনটির চারদিকের বাইরের অনন্ত আকাশ হয়ে উঠবে একান্ত গড়ে তোলার আত্যন্তিক সম্ভাবনা ও সন্দেশ। এখন জীবনের চারদিকের সব অবলম্বনকে পেরিয়ে গিয়ে হৃৎ আকাশময় হতে হয়।

ন যস্য স্বঃ পরঃ ইতি বিত্তেষু আত্মনি বা ভিদা।
সর্ব ভূতসমঃ শান্তঃ সঃ বৈ ভাগবৎ উত্তমঃ। (ভাগবৎ, একাদশ স্কন্ধঃ রাজা জনক)

ভগবানই সৃষ্টির অধীশ্বর। যা কিছু হয়েছে সৃষ্ট সবই তাঁরই। এ সবই এসে মিলিত হবে সদা ভাস্বর এই সৃষ্টির সর্বত্র। সৃষ্টির সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে রয়েছে ভগবানের দিব্য প্রভা। কোথাও সেটি ভাস্বর কোথাও বা হয়েছেন তিনি সুপ্ত। উত্থিত হয়েই ভগবত্তার প্রভা হয়ে যায় বিস্তৃত সর্বদাই বিকশিত অথবা সুপ্ত হয়ে রয়েছে এই বিশ্বমাঝে। বিশ্বমাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে ভগবত্তোর ভাবপ্রদীপ অনন্ত বিস্তৃত বিশ্ব বিকাশ অনুভবেই একমাত্র হয়ে ওঠে প্রতিভাত। এই বিকাশ ব্যবস্থায় হয়ে উঠেছে জীবনের নিত্য বিস্তৃতির ব্যাপ্ত পর্ব। এই ব্যাপ্ত পর্বের প্রতিটি জীবনই হয়ে আছ জীবনের জন্য দিব্য প্রভাযুক্ত দৈবী গুণ সমন্বিত অবস্থান। এমন অবস্থানই জীবনকে আবৃত করে রাখতে চায় অনন্ত বিস্তৃত একান্ত ভাব বিন্যাসের অবস্থানে। ভাগবতী ভাবসঞ্চার হয় ভগবানকে বরণ করে নিয়েই। ভগবানকে বরণ করে নিয়েই হয়ে ওঠে নিত্য প্রভাময়। নিত্য নিরঞ্জনের জগৎ প্রদীপ। এই জগৎ মাঝে হয়ে রয়েছে সদাই এক বিস্তৃত শক্তিময় জীবন পরম্পরায় এগিয়ে চলতে। এই জীবন প্রবাহ যদি হয়েছে কৃপাস্নাত তবেই দৈবী শক্তির ব্যাপ্তি হয়ে যাবে তারই জীবন মাঝে ভাগবতী ভাব ও ভাষা চয়ন করে জীবন পথে এগিয়ে চলবে। সত্যময়-ঋতময় মানব চেতন ভগবানকে নিজ নিজ জীবন কেন্দ্রে বরণ করে নিয়ে চলবে জগৎপথের সর্বত্র। গড়ে উঠবে ভগবৎ কেন্দ্রীক সত্যময় ঋতময় সমাজ আর সভ্যতা জগতে।

—ঃঃ—

অন্তর মাঝে হয়েছেন ভগবান সদাই ব্যাপ্ত

বুকু বসু

ভগবৎ অভিমুখে জীবন চলছে এগিয়ে। ভগবৎ ভাব জীবন কেন্দ্রে প্রতিসম্মানিত হয়ে চলেছে সমস্ত জড়বৎ ভাবনাকে সরিয়ে দিয়ে। গড় অর্থাৎ ভগবৎ ভাবনার বিপরীত মুখী ভাবনা, জড় অর্থাৎ, যা ভগবানে ভাবনাকে তরান্বিত করে না। সত্য স্বরূপকে জীবন মাঝে বরণ করতে সাহায্য করে না। সে সমস্ত ভাবনাই জড়।

এ জীবন স্বভাবতই ভগবৎ জীবন। জীবনে সর্বোতভাবে মনে-প্রাণে-হৃদয়ে তাঁর অনুধ্যান করে। তাঁর ভাবনার দ্বারা চেতনার জাগরণ ঘটিয়ে, এগিয়ে যেতে হবে। চেতনার জাগরণ কোন এক মুহূর্তের কাজ নয়। ক্রমপর্যায়ে ভগবৎ ভাবনার দ্বারা সাধারণ চেতন ভগবৎ চেতনে রূপান্তরিত হয়। শুধু ভগবৎ-ভাবনা না, ভগবানের লীলাস্মরণ , তাঁর চিন্তা—এসবের সম্মিলিত অবস্থা অন্তর বাক্যের পরিবর্তন ঘটায়। গড়ে তোলে এক সুবর্ণ জ্যোর্তিময় মন।

"বাক্ই ব্রহ্ম। বাক্ই সত্যের প্রকাশ মুখ আবার বাক্ই স্বয়ংই সত্যকে আবিষ্কার করতে চায়। বাক্ অনুভবজাত বা উপলব্ধিজাত হয়ে উঠলে সেটি আবিষ্কার করে নেয় অন্তরের উপাদান আর সেই সত্যই জীবনের পরতে পরতে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এই বোধ যেমন করে জাত হয় সেটি বাইরের কোন প্রযুক্তি বা কোন ব্যবস্থাদির উপর নির্ভর করে না। আন্তর জাগতের এই আহ্বান জীবনকে আলোর পথে ডেকে নিয়ে যায়। আলোর পথই জ্ঞানের পথ।" (ডঃ রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদ-বিজ্ঞানের গভীরে, পৃঃ-৯৪)

ব্রহ্ম-সনাতনকে বাক্ স্বরূপ হয়ে জীবনের মাঝে, প্রাণের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে, প্রার্থনা জানিয়ে বলা হলে, তিনি যখন প্রতিষ্ঠিত হবেন তখন সেই-বাক্ে, রূপান্তরিত হয়। সত্য স্বরূপ হয়ে প্রজ্বলিত হন অন্তরমাঝে। চেতন সত্ত্বার পরিবর্তন পর্ব শুরু হয়। শুরু হয় এক নতুন মানুষ গড়ার পর্ব। যার মান্ আর হুশ এর ধারণা বদলে-গিয়েছে। যার বাইরের খোলসটা রেখে ভেতর পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। সে আলোর প্রার্থনা করছে জীবন মাঝে। ভগবৎ অভীপ্সায় জীবন যার ভরপুর। ভগবানকে কেন্দ্র করে যার জীবনের ভাবধারা গড়ে উঠছে। সে চাইছে জীবনের সর্ব পরিস্থিতিতে তিনি হোক প্রাণের সারথী। তিনি উপবেশন করুন ওই হৃদয় পদ্মে। তাঁর জ্ঞানের আলোকে উজ্বল প্রজ্বলিত পথে অবগাহন করুক ভক্ত-প্রাণ।

জীবনে যখন তাঁর যাত্রা-পথে যাত্রা শুরু হয়েছে তখন সেই যাত্রা স্বভাবতই আনন্দময় প্রাণবন্ত এবং একই সঙ্গে অত্যন্ত দূরহ। দূরহ তো সমস্যা কোথায়—তিনি আছেন তো সাথে। প্রাথমিক পর্যায়ে একবার যখন Selection হয়ে গেছে তাঁকে জীবনে, একবার যখন মন এই সদ্ বুদ্ধি আনতে পেরেছে—যে ভগবানই জীবনের উদ্দেশ্য তখন আর অন্য কোন চিন্তার জীবনে অবকাশ নয়। অন্তরে শুধু সদা-সর্বদা তাঁর সাথে যোগের প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া। তিনি যখন কৃপা করে দ্বার উন্মুক্ত করবেন তখন যোগ হবে নিরবিছিন্ন। "কালীপদ সুধা হ্রদের কোমল স্পর্শ সব দুঃখ, যন্ত্রণা, না-পারার বেদনা, জগতে না-পাওয়ার বেদনা। হারানোর বেদনা. পিছিয়ে পড়ার বেদনা, সব ধুয়ে মুছে দেয়। জগন্মাতা স্বয়ং তাঁর ঐ-দিব্য-প্রকান্ত-অনন্ত ব্যপ্ত ক্রোড়ে তুলে নেন সাধকের দৃষ্টির অন্তরালে। ঐ গভীর গহন গুহার মাঝে তখন শুধুই মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক। (ডঃ রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেদ বিজ্ঞানের গভীরে, পৃঃ ৯৫)"। এই সুধা আস্বাদন জীবনে যে একবার করেছে সে সর্বদা ওই সুধাতে মজেই জীবন কাটাতে চাইবে। তাঁর জীবন সব জাগতিক চাওয়া-পাওয়ার সম্ভার খালি করে, ডালি ভর্তি করতে চাইবে ভগবৎ সুধা দ্বারা। অনুভব করতে চাইবে অন্তর মাঝে তাঁর অবস্থান। কৃপা প্রার্থনা করবে সেই পরম পুরুষ এর কাছে। যাতে তিনি কৃপ-বৎসল হয়ে অন্তরের অবস্থান উন্মুক্ত করেন। অন্তরে তিনি বসে আছেন। এই ছোট্ট অঙ্গুষ্টমাত্র জায়গাতে তিনি অবস্থান করে আছেন, তাঁর এই অবস্থান যে কোন প্রাণের হৃদয় মাছে, সেই প্রাণকে আত্যন্তিকে জুড়ে রাখে সৃষ্টি কর্তার সাথে। এখন শুধু অপেক্ষা সেই সত্যকে উদ্ঘাটন করা, আবিষ্কার করা সত্যের সাথে সম্পর্ক-যোগ, সর্বোতভাবে যে-কোন পরিস্থিতিতে সত্যপথেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। সরাসরি ভগবানকেই জীবনে একমাত্র করে বেছে নেওয়া। পরম যত্নের ধন তিনি, সযত্নে লালন করতে হয় তাঁকে, তাঁর ভাবনাকে। স্মরণ, মনন আর বিশ্বাসের ভরে তিনি যে গোপনে বসে আছেন তাঁকে প্রার্থনা করা, পরম যত্নে তাঁর আসন প্রস্তুত করা, প্রার্থনা করা 'উজ্জীবিত হও' প্রাণের মাঝখানে তুমি যেভাবে অবস্থান করে আছো, কোষ থেকে কোষান্তরে তোমার যে অবস্থান সর্বত্র সর্বাবস্থায় এসো তুমি। তোমারই এই সৃষ্টি, এই রূপ, এই অবস্থা, এই পরিস্থিতি সমস্ত বিরূপতাকে সরিয়ে দিয়ে তুমি অবস্থান করো। রামপ্রসাদ বল্লেন—"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা-মাকে।

মন তুই দ্যাখ্ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।" এই হল তাঁকে অবলোকন করা।

শিব শক্তির আরাধনায় যদি জীবন হয় ব্রতী, তবে আহ্বান করো, আরাধোনা করো, আস্পৃহা করো সেই আদিনাথকে। তাঁর সেই কালের প্রেক্ষিতে, সময়ের সাপেক্ষে প্রবিষ্টরূপকে। যিনি সকলের মাঝে থেকেও হয়ে থাকেন ব্রহ্মসনাতনেরই একজন। যিনি সর্বদা নিজেতেই নিমগ্ন কিন্তু একইসাথে অত্যন্ত কর্মমুখর। যিনি সদা সর্বদা শিক্ষক। যিনি সর্বদা ব্রহ্ম বাক্য বিতরণ করে বিতরণ করে চলেছেন জাতি, ধর্ম,স্থান-পরিস্থিতি, পাত্র নির্বিশেষে। তিনি পরম জ্যোর্তিময়। আলোর পরশ হয়ে তিনি মুহূর্তে সমস্ত অন্ধকার দূর করে চলেছেন। প্রতিমুহূর্তে তাঁর উপস্থিতি জগৎকে করছে সমৃদ্ধ। জগৎ-জনের জ্ঞানকে করছে সুসজ্জিত প্রজ্ঞাভাস্মর। তিনি ভক্তের অন্তরতম হয়ে বিরাজ করছেন সর্বত্র। উনি Omnipresent Omniscient । জীবনের এই পথ চলায় যখন ভগবান হয়েছে সঙ্গী। কৃপাবৎসল হয়ে যখন নিজের সঙ্গ দিয়েছেন উপহার, জানতে সাহায্য করছেন তাঁর সেই পরম সত্ত্বাকে, সমর্পণের মন করাচ্ছেন প্রস্তুত। এগিয়ে দিচ্ছেন সমস্ত সূত্র যা সাহায্য করে একমাত্র করে জীবনে তাঁকে বেছে নিতে। ভগবৎ কর্মে রূপান্তর এক সাধারণকর্মকে—এই সমস্ত পরিস্থিতি দ্বারা প্রস্তুত হচ্ছে আত্ম-নিবেদনের পথ।

এখন প্রার্থনা প্রভু তোমার কাছে, জীবনকে করেছ যে স্পর্শ করো তাঁকে তোমারই কাছে থাকার উপযুক্ত। যত সমস্ত আছে ভ্রান্তি কর তাঁকে নিত্য সংশোধন। তোমারই প্রেরণা একমাত্র করে হয়েছি তোমারই পথের যাত্রী। পূর্ণ কর এই পথের যাত্রা তোমারই নিত্য সহযোগে। জীবনের এই যাত্রা-পথ করতে হবে না মসৃণ হও শুধু সর্বসময়ের নিত্য সহযোগী যা কিছু আছে মনের সূত্র যা তোমার থেকে করে দূরত্ব সর্বসময় তাঁকে কর বিনাশ। একমাত্র তোমার, কৃপাই ভরসা, পার হতে এই জীবন তরী। তোমাকে অভীপ্সা করা, তোমাকে ভালোবাসা, তোমাকে ভক্তি করা তোমার জ্ঞান চর্চা করা হোক যেন এক অভ্যাস- এ রূপান্তর। জ্ঞান প্রদীপ হয়ে অন্তরে কর অবস্থান, কোষের মধ্যে উপস্থিত থেকে করো তোমার নাম প্রস্ফুটিত। তোমার নাম জপি অন্তর মাঝে হও প্রকাশ হে দেবতা রাজা হয়ে জীবন মাঝে।

—ঃঃ—

ওঁ তৎ সৎ

সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

এই মন্ত্রের মধ্যে ব্রহ্মের ত্রিবিধ নাম
'ওঁ' ব্রহ্মবাচক প্রথম শব্দ
এর উচ্চারণ দ্বারা ব্রহ্মকেই বোঝায়
যিনি আদি ও অনন্ত
এই শব্দ দ্বারা শাস্ত্রবিধান অনুসারে
যজ্ঞ দান তপস্যাদি কর্ম সাধিত হয়।
'তৎ' এটি দ্বিতীয় ব্রহ্মবাচক শব্দ
এর উচ্চারণ দ্বারা ফলের আশা না করে
মোক্ষলাভে ইচ্ছুক মানুষজন
যজ্ঞতপোদানাদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন।

'সৎ' বিষ্ণু বা পরম সত্যকে বোঝায়
যজ্ঞ দান তপস্যা ও সত্যনিষ্ঠ জীবন যাপনের
মাধ্যমে এর প্রকাশ।
সযত্নে শ্রদ্ধা নিষ্ঠারসাথে সদরূপে
যজ্ঞদান তপস্যা ইত্যাদি কর্ম করা বাঞ্ছনীয়।
ঈশ্বরপ্রীতির জন্য যে সব কর্মানুষ্ঠান
তাই 'সৎ' বলে কথিত আছে
শ্রদ্ধা ভক্তি শূন্য হয়ে যে যজ্ঞদান তপস্যা
তা 'অসৎ' বলে উক্ত।

—ঃঃ—

হোক আত্মিক উপলব্ধি জীবনের সদা প্রয়াস

অতনু মজুমদার, দীপাঞ্জনা বোস

সৃষ্টির সর্বত্রই ভগবান বিরাজমান। এই মহাবিশ্বের সকল জীব ও জড়ের অভ্যন্তরে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। এ এক চিরন্তন, সজীব ও অর্থবহ সৃষ্টি—যেখানে প্রতিটি রূপ, প্রতিটি গতি এবং প্রতিটি সৌন্দর্য ভগবানের উপস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে। পাহাড়ের স্থিরতায়,

নদীর প্রবাহে, আকাশের অসীমতায়, আর মানুষের হৃদয়ের গভীরতম স্তরে। যেমন সূর্যের আলো সূর্য থেকে পৃথক নয়, তেমনই এই জগতের সৌন্দর্য স্রষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। গাছপালা, মানুষজন, জল, বায়ু সমগ্র প্রকৃতি, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধুলিকণা সবই ব্রহ্মময়। এই সৃষ্টির সুন্দর থেকে সুন্দরতম সর্বত্র স্থানেই তিনি বিরাজমান। পৃথবীর যে কোনো প্রান্তে, যে কোনো রূপে প্রকাশিত সৌন্দর্য কাকতালীয় নয়। হিমালয়ের উচ্চতা, নদীর অবিরল প্রবাহ, অরণ্যের নীরবতা, সমুদ্রের বিশালতা কিংবা মরুভূমির শূন্যতা সবই ভগবানের সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল সৌন্দর্যই তাঁর আলোতেই আলোকিত। একটি ক্ষুদ্র ফুলের পাপড়ির বিকাশ থেকে শুরু করে সুউচ্চ হিমালয়ে সৌন্দর্য সবখানেই রয়েছে সেই পরমেশ্বরের শৈল্পিক ছোঁয়া। পৃথিবীর এক প্রান্তে সূর্যাস্তের রাঙা মরুভূমি, অন্য প্রান্তে সবুজ অরণ্য, কোথাও জলপ্রপাতের অবিরাম ধারা, কোথাও বিশালাকায় পর্বতশ্রেণির শান্ত রূপ—সবই সেই এক শিল্পীর নানান রূপ। আর তাই পরমেশ্বর যেন বলে উঠেন—"আমাকে দূরে খুঁজতে যেও না, এই সৃষ্টির সকল মহিমা, কোথাও অরণ্যের নিরবতায় তাঁর ধ্যান, কোথাও মরুভূমির শূন্যতায় তাঁর বৈরাগ্য, কোথাও ফুলে ভরা উপত্যকায় তাঁর আনন্দ। বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ভাবে এই সৌন্দর্যের রূপ বদলায় কিন্তু যিনি এই সৌন্দর্যের উৎস তিনি এক ও অভিন্ন।

আমরা সবাই এই সৌন্দর্যকে দেখে উপভোগ করি, কিন্তু এ তো শুধু উপভোগের জিনিস না এ হলো ভগবানের প্রসাদ। এই প্রসাদ আস্বাদনের উপযুক্ত নয়। ঈশ্বরের প্রতি নামস্মরণ, সমর্পণ ও প্রেম এই তিনের সমন্বয়েই হৃদয় শুদ্ধ হয়। যার হৃদয় শুদ্ধ তার নিকটই সৃষ্টি নিজের সত্যিকারের সৌন্দর্যকে উন্মোচিত করে। সমর্পণ মানে পরাজয় নয়, সমর্পণ মানে সত্যের স্বীকৃতি। যতদিন মানুষ নিজেকে কর্তা ভাবে ততদিন সে এই সৌন্দর্যকে উপভোগের বস্তু হিসেবেই দেখে। কিন্তু যখন সে ভাবে আমি কর্তা নই তুমিই কর্তা তখন তার ভেতরের অহংকার নষ্ট হয় এবং তার বদলে প্রতিষ্ঠা হয় প্রেমের। যে প্রেমে ভয়ের স্থান নেই, অধিকারের দাবী নেই, আছেশুধু নিবেদন। আর এই প্রেমের চোখ দিয়েই সৃষ্টি হয়ে ওঠে অপরূপ সৌন্দর্য এবং এই অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্যেই তার মধ্যে গড়ে ওঠে ঈশ্বরের প্রতি উপলব্ধি। এই উপলব্ধি সম্ভব তখনই যখন তার হৃদয় হয় ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত, প্রেমে পরিপূর্ণ। অহংকার মানুষের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রাখে, আর ভাগবত জ্ঞান সেই আবরণ সরিয়ে দেয়। তখন মানুষ নিজেকে কর্তা বলে নয়, ভগবানের ইচ্ছার বাহক বলে অনুভব করে। এই উপলব্ধি তার কর্মকে পবিত্র করে, চিন্তাকে সংযত করে এবং জীবনকে সেবাময় করে তোলে।

মানবজীবনের চরম সার্থকতা ইহজাগতিক প্রাপ্তিকে নয়, আত্মিক উপলব্ধিতে। ভাগবত দর্শন মানুষকে সেই আত্মিক আলোর দিকে আহ্বান জানায়, যেখানে জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরের বিরোধী নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। ভাগবত মতে, ভগবান এই সৃষ্টির নীরব নিয়ন্ত্রক নন, তিনি সৃষ্টির প্রতিটি কণায় কণায় বিদ্যমান। মানুষ যখন এই সত্য হৃদয়ে উপলব্ধি করতে শেখে, তখন তার মধ্যে ভাগবত জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। যিনি জীবনের সেই পরম করুণাময় ঈশ্বরের ভাগবত চেতনাকে ধারণ করতে পেরেছেন তাঁর জীবন অপার্থিব আনন্দে ভরে ওঠে। কিন্তু নিরন্তর ভগবৎ চেতনার জন্য চাই ভাগবতী মন অর্থাৎ এমন এক মন যে মন হবে ভক্তি প্রেম নির্মলতা ও নিরহংকার, যে মন হবে সর্বদাই ঈশ্বরের চিন্তায় নিমজ্জিত। তেমন মনেই ভগবান সর্বদা বিদ্যমান হয়ে থাকেন। ভাগবত জ্ঞান মানুষকে বাহ্যিক আড়ম্বর থেকে অন্তরের গভীরতায় নিয়ে যায়। সেখানে না আছে প্রতিযোগিতা, না আছে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি, আছে শুধু আত্মসমর্পণের নীরব সাধনা। এই সাধনায় মানুষ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে, ভগবান কেবল উপাসনার বিষয় নন, তিনি জীবনের সহচর। তাই হৃদয় থেকে কর্তৃত্ব অহমিকা, আড়ম্বর সরিয়ে হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, সমর্পণ এবং উপলব্ধির মাধ্যমেই অন্তরে ভাগবত জ্ঞানের বিকাশ ঘটে।

—ঃঃ—

সত্যের আবাহনে

রীতেন বসাক

যা সত্য, সুন্দর ও চিরন্তন। তাই ভগবানের প্রকাশ। ভাগবতী আনন্দ হল একটি সরল নির্ভেজাল আনন্দ যা পাবার জন্য করতে হয় না ছোটাছুটি, করতে হয় না কোন খরচ, করতে হয় না কষ্টসাধ্য কসরৎ। এক মনে ভগবানকে স্মরণের মধ্য দিয়েই প্রবেশ করা যায় ভগবানের ভাব রাজ্যে, ভগবানের সাথে ভক্তের সম্পর্ক স্থাপন হয় ভাবে। এই ভাব তন্ময় মনে আসে পরম শান্তি, যা ঐসয়ের

জন্য ভুলিয়ে দেয় মানুষের জাগতিক পরিচয় আর বাহ্যিক প্রভাব। সে সময়ের জন্য মানুষটি যেন চলে যায় এক অন্য রাজ্যের বাসিন্দা হয়ে, যেন খুঁজে পায় নিজের true identity কে। এই ভাব যখন আরো নিবির হয়, আরো গভীর হয় তখন ভক্তের হয় সমাধি অবস্থা। যেন সে ভগবানকে ভাবতে ভাবতে একে বারে পূর্বে পৌঁছে গেছে, এখন আর পশ্চিমের কোন প্রভা বা হদিশ তার কাছে আর নেই। এই সময় ভক্তপ্রাণটিতে যেন তারই হৃদয় মধ্যস্থ লুকায়িত্ব পরমাত্মার যথাসম্ভব প্রকাশ প্রস্ফূটিত হয়, তার মনটি আর তখন তার নিজের থাকে না, সে মন আবিষ্ট করে নেয় স্বয়ং ভগবান বা ভগবানের পরশ। এই মনটি হল Celluloid mind। এই মনটিই পারে ভগবৎ রসের আনন্দ আস্বাদন করতে। এই আনন্দের হদিস দিয়ে গেছেন ঋষিরা, শিখিয়েছেন ভগবানকে কেন্দ্র করে জীবনশৈলী। এই আনন্দকে ধারণ করেই জীবন কাটিয়েছিল বৃন্দাবনবাসীরা। ভগবানকে আশ্রয় করে, ভগবানকে স্মরণ করে এক জীবন ধারা। এই জীবনপথে কেউ কিছু হারায় না, বরং যে জীবন হিসেবের বেড়াজালে পরিচালিত, তাতে আছে অনেক কিছু হারাবার ভয়। যে মন পায় ভগবানের পরশ সে মন স্বভাবতই পেয়ে যায় ভাগবতী গুণাবলী। তার মধ্যে আসে সমদর্শিতা, সহমর্মিতা। জগৎকে দেখবার ও ভাববার প্রেক্ষাপটও পাল্টে যায়। জাগতিক সমৃদ্ধির থেকে অন্তরের সমৃদ্ধিই তার কাছে প্রিয় হতে থাকে। সে পেয়ে যায় এক অজানা জগৎকে জানবার আনন্দের পরশ। এমনকি ইরের জগৎ-এর প্রাণের মধ্যেও অনুভব করে ভগবানেরই প্রকাশ। যখন সমাজে এমনতর বহু মানুষের সমাগম হয় তখন সেই স্থান, সেই ভূমিও দেবভূমিতে পরিণত হয়। সেখানে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েই invoke করে ভগবানকে জীবন ও সমাজের মধ্যে। সেই সমাজ থেকেই উদ্ভুত হয় উচ্চতর জ্ঞান—যেমন ০-৯ সংখ্যার আবিষ্কার, চিকিৎসাশাস্ত্র, মহাকাশবিদ্যা, অর্থনীতি, শুসাশন ও রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি। কোন কিছুই থেমে থাকে না ভগবানকে জীবন মাঝে বরণ করে নিলে, বরং Concentrated mind দিতে পারে আরো accurate result । এরকমই ভাবধারার জীবন ও সমাজ গড়ে উঠেছিল বৈদিক যুগে। যেখানে জ্ঞান ও চিন্তার ঘটেছিল শ্রেষ্ঠ উন্মেষ। ঋষি বা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা ছিলেন সমাজ পরিচালনার leading position এ। দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষিরা সমাজকে পথ দেখাতেন। তারা ভগবৎ সাধন ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন সমাজের মধ্যে থেকেই। আবার সেই জ্ঞানের পরশ দিতেন সমাজের অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে। শিক্ষার উৎকর্ষতা এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে দূর দূর থেকে শিক্ষার্থীরা আসতেন ভারতবর্ষে শিক্ষালাভের জন্য। নালন্দা,তক্ষশীলার মত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কালের প্রবাহে রীতি নীতির বেড়াজালে সামগ্রিকভাবে সমাজ বিচ্যুত হয়েছিল বেদের মূলভাবনার থেকে যা প্রফিলিত হয়েছে সমাজ ব্যবস্থা ও ব্যক্তি মননে। ভারতবর্ষকে আবার জগৎ এর শ্রেষ্ঠ আসনে বসতে হলে আশ্রয় নিতে হবে বেদ চর্চার, বেদজ্ঞানের প্রসারণে।

—ঃঃ—

মা সারদা

মনোজ বাগ

শিশুকাল থেকেই সবার হয়ে উঠে ছিলেন মা সারদা। বাবা ঘরে বাপ-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী, পশু-পাখি সবার জন্য করেছেন— সবার হতে চেয়েছেন এবং হয়েছেন। স্বামী ঘরে, সবাইকে নিজের করেছেন। শাশুড়ী মা-র মেয়ে উঠেছিলেন। যা ছিল তাঁর প্রকৃত পরিচয়। শিশুকালে বিয়ে, কিশোরী বয়সে শ্বশুর ঘরে পা রাখা। বর তখন দিব্য ভাবে মাতায়োরা। সংসারী লোক, ঘরে কিশোর স্ত্রী, থাকেন যেন ঘর বিবাগী সন্ন্যাসীটি হয়ে। সদা শশব্যস্ত ঈশ্বর অনুসন্ধানে। পাড়ার লোকে নিদান দিল পাগল বলে, "ও তো পাগল। সারদার বরটা একটা পাগল। বরটা পাগল? সত্যিই পাগল? পাড়া গাঁয়ের না পড় বালিকা অজ পাড়াগাঁ থেকে উজিয়ে এলেন শহর কলকাতায়, পাগল বরের কাছে, আঠারো বছরের ভরা যৌবন নিয়ে। পথ আগলালো ডাকাত। তখন পথের দস্তুর এমনই ছিল। ডাকাতকে বাবা ডাকলেন সদ্য যুবতী মা সারদা। বাবা আমি তোমার জামাইয়ের কাছে যাচ্ছি। ডাকাত সেই বাবা ডাকে গলে গেলো। ডাকাতি ভুলে ডাকাত নিজের মেয়েকেই যেন এগিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁর স্বামী ঘরের দিকে।

ভয় নয়, ভালোবাসা। সংশয় নয়, স্নেহ-মমতা। মা হতে এই তো লাগে। অপ্সরারা দেবতাদের মনোরঞ্জন করেন যুগে যুগে। তাঁদের রূপে ঝলমল করে এমনকী স্বর্গও। তাঁদের বিদ্যে বুদ্ধি গুণের ছটায় ত্রিভুবনে স্তম্ভিত, বিস্মিত, বিমূঢ় হয় না কে? মা হতে রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য কিছুই লাগে না। শুধুই মা হবার অদম্য ইচ্ছা টুকু লাগে। একদিন যে মা-র যথাসর্বস্ব হবে তাঁরই সন্তান। তাঁর জন্ম, জীবন, বাঁচা মরা সব সন্তানদেরই জন্য। সে সন্তানের আবার কোন জাতও নেই, ধর্মও নেই। যে মাতৃত্বের স্থানও নেই, কালও নেই। বয়সের সীমা পরিসীমাও নেই, তাই পাত্রও নেই। মা-র কাছে সন্তানের কোন কোন ধর্ম বর্ণ গোত্র, কোন দেশ কাল, কোন উত্তম-মধ্যম-অধমও

নেই। ডাকাত ডাকাতি করে মা-র নাম নিয়ে। সাধু সত্যধর্ম সাধন করেও মা-র নাম নিয়ে। সংসারে কত সব ভালো-মন্দ মাঝারি আছে, মা-র আশ্রয়ে মা-র আঁচলের আড়ালে, মা-র অঙ্গনে সব এক। মার দোড়ে এক সারিতে আসন পেতে ভালো মন্দ, জ্ঞানী মূর্খ, গোঁয়ার-চোয়াড়ে নিষ্ঠ সবাই অন্ন পায়। এক জলাশয়ের জল যেমন এক ঘাটে এসেই বাঘ-সিংহ-হাতি-গণ্ডার-মানুষ-পশু-পাখি পান করে, তেমনই তাঁর সংসার। এখানে তৃষ্ণা যার, জল তার। ক্ষুধা যার, অন্ন তার। শুধু বিতৃষ্ণা বা খিদে-মরাদের জন্য যেন তাঁর কিচ্ছুটি নয়। তবু তাঁরাও তাঁতেই থাকেন।

এর কারণ একটাই, মা যে সবার। এ জগৎটা সবার। প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু কোল একটাই। একই অরণ্য যেমন একই সঙ্গে বিষবৃক্ষ থেকে ওষধি, তৃণ-গুল্ম-বৃক্ষ- বিশল্যকরণীর সবারই ভূমি, মা-ও তেমনই। তাই লোকে বলে "মা কী কারো একার হয়? মা তো সবার।" মা সারদা শিশু থেকেই ছিলেন সবার। তাই আজাদের মা যেমন মা সারদা, তিনি রাখালদেরও মা। রামকৃষ্ণ মিশনের গড়ে ওঠার দিন তখন। নরেন্দ্র দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে জগতে অভিনব এক জ্যোতিষ্কের মতো ঝলমল করছেন। সারা বিশ্ব জেনে ফেলেছে তাঁর কথা। স্বামীজীর ছিলেন চির সন্তান স্বভাব। মা-র সন্তান। তাই তিনি নিজে হাই কোর্ট তো কী—সারদা মা তাঁর সুপ্রিম কোর্ট। একটা কঠিন প্রশ্নের মুখে পড়ে ছুটলেন মা-র সুপ্রিম কোর্টে। মা-র কী রায় তা জানার জন্য। প্রশ্ন, মিশনে কি পশু বলি প্রথা স্বীকৃত হবে? স্বামী সব শাস্ত্রসার জেনেও থই পাচ্ছিলেন না সমস্যা সমাধানে। শাস্ত্রে এটা আছে, ওটা আছে। সবই আছে। জগতের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদের সংশয় তবু যাচ্ছে না।

মা এক কথায় প্রশ্নটাতেই ঢ্যাড়া দিয়ে দিলেন। মানে কাটা চিহ্ন। মানে প্রশ্নটাই বাতিল। বললেন, ওরাও আমার সন্তান, বাবা। আমি সায় দিতে পারি না। এখানে সারদা মা-র মুখের কথাটাই লেখকের বয়ানে লেখা হল। শাস্ত্রে মানুষের মনের পশুবৃত্তি সমূহ বলি দেবার কথা ছিল। সংস্কারবাদীরা তা বিকৃত করতে করতে ঈশ্বরের নামে পশু বলি দিয়ে তাদের রসনা তৃপ্তির এলাহী ব্যবস্থা করেছিলেন। মা সারদার অত শত জানার কথা নয়। সারাক্ষণ শাস্ত্র ধুয়ে তৃষ্ণা নিবারণ তাঁর সংস্কারও ছিল না। তিনি শুধু জানতেন তাঁর উপলব্ধির কথা। ছেলেটা কার? উত্তর, আমার। ব্যস! আর সব শাস্ত্র তত্ত্ব সব হয়ে গেল গোল।

মা-র জিনিস যখন, মা-ই বুঝে নেবেন। শাস্ত্রকার হাজার লাখো মাথা খাটিয়ে সূত্র বের করেন, এ পণ্ডিত-বিদুষী ও হাদা-বোকা-মূর্খ। মা বলবেন সবটা তাঁর অন্তরের জিনিস। থাক সবটাই যে যার মতো। সবটাই যে তাঁর মনোগর্ভে নড়ে চড়ে জানান দেয়—"মাগো আমিও আছি। আমাদের তো আর কেউ নেই, তুমি ছাড়া। শুধু তুমিই আছো, মা। সংসারের আর সবাই দূরছাই করলেও আমি তো জানি তুমি আছো। যার কেউ নেই, তারও একটা মা আছে।

তাই কে তাঁর ছায়া সঙ্গী, কে সুদূরের, তাতে কী তফাৎ। মা-র কোন নিকট, সুদূর হয়। মা-র কোন নিকট, সুদূর হয়। মা-মাত্রই চিনি যে মুখ চেয়ে আছেন। আর সন্তান যেমনই হোক তিনি মা-র দুচোখ জুড়ে আছেন।

কিন্তু আর অন্যরা কেন তেমনটা হয় না? কারণ তারা তেমনটা হতে চায়ও না। আর বাকিরা নিজেকে নিয়ে থাকে। আমি আর আমার নিয়ে থাকে। জেঠি কাকী-পিসির মা হয় না, তারা সব মার মতো। কিন্তু মতো রা কী কখনো আসল হয়? হয় না।

কারণ তারা আসল হতে চায়ই না। মা সারদা পেটে সন্তান না নিয়েও সবার মা হলেন। কারণ তিনি সবারই মা হতে চাইলেন। চাইলেন বলেই হলেন। বিয়ে হলে মেয়েরা আজ না হয় কাল মা হয়। এটিই মেয়ে জন্মের নিয়তি বা নিয়ম। সারদার তাই প্রশ্ন ছিল, তাঁর দিব্য-পাগল স্বামীর কাছে, আমাদের ছেলেপুলে হবে না? সারদার পাগলা স্বামী স্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে বলছিলেন, তোমার এত ছেলেপুলে হবে, দেখো, তুমি সব কী করে সামলাও। বলেছিলেন, "..দেখবে এত ছেলে তোমায় মা বলে ডাকবে, তোমার সামলানো ভার হয়ে উঠবে। কিন্তু সন্তানদের ভার সামলানো মা-র কাছে তো সোজা। ধরিত্রীর ধারণ করাটাই সোজা। কিন্তু এই ধরিত্রীকে ধারণ করা? কথায় আছে এক মা হাজারো ছেলে-মেয়ের ভার নিতে পারে শুধু তাঁর মাতৃত্বের দায়বদ্ধতায়। হাজার ছেলে-মেয়ে মিলেও এক মা-র ভারে টলমল হয়। মরণ যন্ত্রণায় নিয়েও এক মা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে চায়, শুধু তাঁর সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখতে। মা-র মন মানেই যে মা যশোদার মন। শুধু যশোদা-মায়ের এক কৃষ্ণ আর সারদা মা-দের কোটি কৃষ্ণ। তাঁদের হাতে রশ্মি তাঁদের এই কোটি কৃষ্ণেরই কোমরে প্যাঁচানো আর মনটা যেন সদাই বলছে, বাবা মায়েরা তোরা জগৎ উদ্ধার কর, তবে এই মা-র লক্ষ্মী ছেলেটি-মেয়েটি হয়ে। মা যে তোদের কেঁদেকেটে মুখ চেয়ে আছে।

একসময় শিষ্য রামকৃষ্ণকে সন্ন্যাস দিতে চেয়ে ছিলেন, গুরু তোতাপুরী। শিষ্য নির্দ্বিধায় বললেন, দেবে দাও, তবে ঘরের দরজা দিয়ে দাও। ও ঘরে মা আছেন। মা-র চোখের সামনে দিও না।

বাজ যত উঁচুতেই উঠুক মন তার পড়ে থাকে সেই আশ্রয়েই, যে আশ্রয় তার জন্ম জন্মান্তরের। যে আশ্রয় চিরটা কালই নিরাপদের। যে আশ্রয় তার অরণ্য, তার প্রাণের বাসা। এইটি জন্মের টান, মা-র মাধ্যাকর্ষণ। এই আকর্ষণ এড়ানো সম্ভব নয় কীটস্য কীট থেকে অতি শক্তিমান বা বলবতীরও।

সারদা মা কী জানতেন, এত কথা? না, জানতেন না। না জেনেও তা হলে পারলেন কী করে? ভালো বাসতে বাসতে। সবারই

হতে হতে। সবারই সব থাকে। এ জগতে কেউই নিঃস্ব রিক্ত হয়ে জন্মায় না। যার কিছু নেই, সেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ভরে নেয়। নিজে নিজেই যতটা পারে ভরে ওঠে। মা-র কিছু ভরার থাকে না। মা-র কর্মটি দেবার। দিতে দিতে ফতুর হয়ে আর সবাই। দিতে দিতেই ভরপুর হয় একটি একটি মা। একবার মা-মন মনে গেঁথে গেলে আর কিছুতেই মন থাকেও না যে, তখন শুধুই সন্তান সেবাতেই মন চলাচল করে। আমার রাম, আমার রহিম, আমার জন, আমার জীবন—আমার পুঁটি, আমার পারমিতা—মন শুধুই এই করেছে। মা-মন সদাই জপছে সন্তান নাম। মা-রা চির ভক্ত, সন্তান তাঁর প্রভু-ঈশ্বর-ভগবান। মা-ভক্ত এই ভগবানকেই গর্ভে ধারণ করেন, কোলে পিঠে লালন-পালন করে। এটাই জগৎ-মহাজগৎ-মহাবিশ্ব। ব্রহ্মাও কী পালিত হন না তাঁরই ব্রহ্মময়ীর গর্ভে।

আমার অমুক, আমার তমুক। মা-মনের জপ নাম আর শুভ-কামনা বেঁচে থাক, বেঁচে থাক আমার অমুক, আমার তমুক। মা-র ধর্ম এই মাতৃত্বই। এর কোন হিন্দু মুসলমান হয় না। বৌদ্ধ-জৈন হয় না।

মন বলছে, আর সব ধর্ম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একদিন এক বিশ্ব মানব এই এক ধর্মে এক হয়ে যাবে। যে ধর্মটি মায়ের ধর্ম। মাতৃভাবই হবে সূত্র। মাতৃ মনই হবে আইন। যা ধারণ-পালন শাসন করবে এ বিশ্ব মানবকে, হাতে ছড়ি আর দুচোখে অপার করুণা নিয়ে।

মা হতে হলে যে সবটাকেই ধারণ করে থাকতে হয়, একবার মা মনের আধারি হলে যে আর কোন কিছুকেই দূরছাই করে ছুঁড়ে ফেলা যাবেই না। বিধর্মী শব্দটিকেই তখন অভিধানে আর রাখাই যাবে না। তখন আর আমি অপর নয়, তখন মন বলবে আমরা মা-রই সন্তান। কাজী নজরুলের মতো মন বলবেও সন্তান মোর মা-র। ধরিত্রী মা-র সন্তান আমরা।

মা-রই সবটা। মা-ই সবটা। বাজার দরে মহার্ঘ্যটা যেমন আবর্জনাটাও তেমন। একাই একশো আর সবেতেই শূন্য, মা-র বিচারে সবাই এক। প্রশ্ন জুড়লে আহ্লাদ করে মা বলবেন, এমনটাই ভাবতে হয়, বাবা। তাই না হলে কী করে সবাই বাঁচবে। মা-র মনে তাই সোনা-রূপো হীরে-মোতি, নর্দমার পাঁক-জুতোর ধুলো-রাস্তার কাদা সব তুল্য-মূল্য। মূর্খ-মাতাল ডাকলে মাগো বলে, যম-যন্ত্রণায় থেকেও মা সাড়া দেবেই, "হ্যাঁ রে বাবা, এই তো আমি। মুখ ফিরিয়ে থাকা মা-র সাধ্যে কুলাবে না। জ্ঞানী-গুণী জ্ঞান গরিমা ঝেড়ে ফেলে একবার মা ডাকলে, মা সাড়া দেবেনই। "হ্যাঁরে বাবা, এই তো আমি।" মা-র ভাঁড়ার সবার জন্য। মা-র উনানে আঁচ পড়ে সবার জন্য। এক হাঁড়ির অন্ন, সবার অন্ন। হাঁড়ি ভিন্ন হলেও মা-মন ঢুকে বসে থাকে সব হাঁড়িতেই আর ভাতের প্রতিটি দানাকে করুণ-স্বরে মিনতি জানান, "পেটগুলো সব ভরে রাখে, হে অন্ন দেবতা। সবাইকে ভালো রাখো। বাঁচিয়ে রাখো।"

ভায়ে ভায়ে দাঙ্গা হয়। ভাই ভাইকে মারে কাটে। মা তবু সবার মুখ চেয়ে থাকে। যে মারে আর যে মরে তারা সবাই-ই যে তাঁর সন্তান। মা তাই দুর্গা নাম জপেন আর ঠাকুরকে ডাকেন, ঠাকুর তুমি সব মিটমাট করে দাও। মা জিত-হার কিছুই চান না। চান তাঁর সন্তানরা সবাই সবাইকে নিয়ে থাকুক। সবাই সবার হোক। আবিশ্ব, আশৈশব এই মায়েরই আদরে আল্হাদে পুষ্ট হয়। যে মা-রা যুগে যুগেই জন্মান কিন্তু মরেন না। মানে মন থেকে। সন্তানকে অকূলে ভাসিয়ে নিজের সুখের মরণও কোন মা মেনে নেন না। মরে যেতে চেয়ে মা-রা কখনো মরেনও না। কারণ একবার মা হয়ে গেলে আর যে মরতেও নেই। তা হলে তাঁর ছেলে-মেয়েদের কে দেখবে? কে তাদের আজীবন বাঁচিয়ে রাখবে? কোন মায়েরই এ ব্যাপারে নিজ ভিন্ন আর অন্য কারোর ওপরই ভরসা নেই। এটাই মাতৃ-মন। এই এক মন মা কৌশল্যার, মা যশোদার, মা শচীর, মা আমার-তোমার। এই মনই মা সারদার। সবটা নিয়েই তাঁর বেঁচে থাকা।

যদিও সব মা-ই সবার মা হন না। কোন কোন শুধুই আমার আপনার মা হয়েই থাকেন। তাঁরা অন্য কারোর মা হতে চানও না। তাই আমার আপনার মা-রা তাঁদের সন্তানদের বাইরে নিদেন পক্ষে একটা গোটা পরিবারের মা-ও হয়ে উঠতে পারেন না। চান না বলেই পারেন না।

সারদা মা হয়ে ছিলেন সবার জন্য। তাই গর্ভে সন্তান ধারণ না করেও মা-মনের বিশ্বজননী বলতে পারেন, "আমি সতেরও মা, অসতেরও মা। বলেন, "আমি কেন পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়, সত্যিকারের মা।

অমনটাই যে ছিলেন মাা সারদা।

—ঃঃ—

বিশ্বাসই বড় অবলম্বন ব্রহ্মজ্ঞান পথে

তুলি চ্যাটার্জী

ভগবৎ সমীপে বসে আছি হয়ে ভগবৎ পদপ্রার্থী। জীবনের সূচনা হয়েছিল তোমা থেকেই সৃষ্টির আদিক্ষণ থেকেই তুমিই ছিলে একমাত্র নিত্য সঙ্গী হয়ে। জীবনের চলার সূচনাতেও ছিলে তুমি, আজও আছো নিত্য সঙ্গী হয়ে আর অন্তিমেও তুমিই হয়ে থাকবে একমাত্র। তাই তোমাকেই চাই। জীবনপথ হেঁটেছে হয়তো অনেক অনেক জীবন পেরিয়ে, সঞ্চার হয়েছে নানা অভিজ্ঞতার, জীবন নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে হাটতে হাটতে হয়তো তোমাকেই ভুলে বসে আছে। কিন্তু এই বার হয়েছে সুযোগ, তোমার কৃপার পরশে জীবনে এসেছে ভগবৎ স্পর্শ। জীবন তোমার স্পর্শ পেয়েছে, পেয়েছে তোমার সঙ্গ, তোমায় পাথেয় করেই পথ চলতে শিখেছে।

তুমিই এখন জীবনের কাছে আলোক স্বরূপ। তোমার আলোতেই জীবন চিনতে শিখেছে জগৎকে, সত্যকে নিত্য নতুন রূপে, জীবনের এই চলার পথে তোমার স্পর্শ সঞ্চার করেছে ভাগবতী চেতন। ভগবৎ চেতনার গভীর প্রসরণই জীবনকে আরো অনেক গভীরতায় প্রেরণ করেছে যে তুমিই স্বয়ং অগ্নি রূপে অবস্থান করে আছো অন্তরমাঝে, তোমার প্রকাশ জীবনকে বুঝিয়েছে জীবন যত তোমায় গ্রহণ করেছে অন্তরে, যত বেশী করে ধারণ করেছে ততই জীবনের দায়ে বেড়েছে এই জগৎ-এর প্রতি।

জীবন যতই যুক্ত হয়েছে অন্তরে ততই নিরপেক্ষ হয়েছে জগৎ-এর প্রতি। তাও দায়িত্ব বোধ বেড়েছে। ভগবৎ জীবন বড় সূক্ষ্ম জীবন। এই জীবনে ভগবান স্বয়ং নির্বিকার তাই ব্রহ্মাণ্ডই নির্বিকার হয়েই রয়েছে জগৎ চলনে, কিন্তু যদি কেউ কোনোভাবে একবার অন্বিত হয়েছে জীবন-এর অন্তরে, চেতনার জাগরণ ঘটছে, সেই মুহূর্তেই তার চেতন কণা গিয়ে মিশেছে চেতন স্রোতে, সেই চেতন স্রোত ছড়িয়ে পড়ে জগৎ-এর চেতন বিন্যাস-এ। এই জন্যই যে জীবন ভগবানকে চেয়েছে জীবন মাঝে, যে জীবনের মাঝে ভগবৎ স্পর্শ এসেছে সেই জীবনকে হতে হয় খুবই বেশী সাবধানী। তার প্রতিটি চিন্তার কণার মূল্য আছে ভগবানের এই রাজ্যে, তাই তাকে হতে হবে সংযমী, তার সংযম, বাহ্যিক সংযম নয়, তাকে হতে হবে সংযমী অন্তরে। তার চিন্তা, বাক্, কর্ম সবকিছুর প্রতি হতে হবে সংযমী, পতঞ্জলী মহারাজ সাধনের জন্য অষ্টাঙ্গ সাধনের কথা বলেছেন। যম, নিয়ম আসন, প্রাণায়ম, প্রত্যাহার, প্রোপত্তি, শরণাগতি, ন্যাস। অর্থাৎ সাধন মার্গের সূচনায়ই সাধককে হতে হবে সংযমী। সাধককে মেনে চলতে হবে 'নিয়ম' এই নিয়ম কোনো বাহ্যিক দিনলিপি মেনে চলা নয়। বরং ইন্দ্রিয়ের নিয়ম, ভাবনার নিয়ম, জীবন যাপনের নিয়ম,ভগবৎ পথের অভিসারীর জন্য পতঞ্জলী মহারাজ বলেছেন নিয়মানুবর্তীতা। তবেই তিনি প্রস্তুত হবেন পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য। এবার সাধক রচনা করবেন আসন অন্তরে, এই আসন হল ধ্যানাসন, যে আসনে উপনীত হয়ে ভক্ত ভগবানকে জীবনের মধ্যে আহ্বান করবেন। তারপর হবে প্রাণায়ম, প্রাণায়ম-এর দ্বারা যিনি ভগবানকে জীবন মাঝে চাইছেন তিনি হবেন স্থিত এবং নিরপেক্ষ, তার অভ্যন্তরে প্রাণবায়ুর সঞ্চালন এর মধ্যে দিয়ে তিনি ভগবান বরণ করে নেবেন এবং তাঁর অভ্যন্তরের পরিবেশকে ভগবানে আহ্বায়ক হিসেবে প্রস্তুত করবেন। তবেই সেই সাধক হয়ে উঠবেন নিরপেক্ষ জগৎ-এর প্রতি বরং কিছুটা বিচ্ছিন্ন তা বোধ গড়ে উঠবে জগৎ-প্রভাবের থেকে। এবার জীবন প্রত্যাহার করবেন এই যা কিছু মালিন্য আছে অন্তরে, বাইরে সেই সব কিছুর থেকে। তাঁর এবার শুরু হবে ভগবানের জন্য যাত্রা প্রোপক্তি সাধনের মধ্যে দিয়ে, ভক্ত এবার ভগবানকে আশ্রয় করেই ভগবানে উদ্দেশ্যে জগৎ বিজয় পা বাড়াবে। ন্যাস হল সেই সর্বোত্তম অবস্থা যেখানে জীবন সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত হবে ভগবৎ চরণে।

ভক্ত যতক্ষণ সাধনের পথে আছেন ততক্ষণ এই প্রতিটি ধাপ পেরেনো খুবই কঠিন, নিজের চেষ্টায় সাধন পথ পেরোনো কঠিন হয়। তাইতো ঋষিরা বলেছেন সাধন সমর, কিন্তু যদি ভগবানকেই একমাত্র করে ধরে থাকা যায়, জীবন মাঝে তাহলে তিনিই হাত ধরে পার করে দেন, সবটা বরং ভাবনা-চিন্তার অতীত কৃপা প্রাপ্ত হয় জীবন, জীবনের মাঝে কৃপার হয় বর্ষণ। যদি ভগবানকে সবটুকু দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, তখন ভগবানই জীবনের সব দায়ভার গ্রহণ করেন।

ভগবানে নিবেদিত জীবনের মাঝে গড়ে ওঠে জগৎ-এর প্রতি সাম্যের দৃষ্টি, জগৎ-এর কল্যাণ সাধন। জগৎ-এর একজন হয়ে জগৎ-প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব নয়। জগৎ-এর প্রকৃত কল্যাণ সাধন একমাত্র সম্ভব ভগবানের লোক হয়ে। ভগবানের লোক হয়েই জগৎ-এর মাঝে থাকতে হয় ভক্তকে। জীবন যতক্ষণ তত্ত্ব দিয়ে সাম্যের দৃষ্টি দিয়ে গড়ে তোলার চেষ্টা করে ততক্ষণ তা আপেক্ষিক এবং সীমায়িত হয়ে থাকে, কিন্তু যখন জীবনের মধ্যে এই বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে জীবন সেই আদি শক্তি। চিরন্তন ব্রহ্ম সনাতনেরই অংশ এবং ভগবান স্বয়ং অগ্নিরূপে সব জীবনের মধ্যেই অবস্থান করে আছেন, সব জীবনের মধ্যেই সেই একই সম্ভবনার বীজ সন্নিহিত হয়ে রয়েছে যা তাকে পূর্ণত্বে উপনীত করতে পারে, তখন জীবনের দৃষ্টির মধ্যে যা কিছু অসাম্যের দৃষ্টি তা দূরীভূত হয়। জীবন মাঝেতখন সত্যি সত্যি ফুটে ওঠে সাম্যের দৃষ্টি,—

যতবৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন যতানি জীবন্তি
তৎ প্রাণা প্রবিষ্যন্তি
তৎ ব্রহ্মণ ইতি।

অর্থাৎ, যা কিছু জীবন আদি ছিল, বর্তমানে অবস্থা করছে বা ভবিষ্যৎ সম্ভবনা হয়ে রয়েছে সেই সব কিছু মধ্যেই ভগবান স্বয়ং অবস্থান করে আছেন। এই দৃষ্টিই জীবনের অভ্যন্তরে স্থাপিত হলে তখন আরকোনো উচ নীচ ভেদ থাকে না তখন জীবন বুঝতে শেখে যে সবাই একই পথে একই উদ্দেশ্যে হেঁটে চলেছে। তখন যেমন উচ্চ নীচ ভাব থাকে না তেমনই দূরে কাছেরও থাকে না। সবাই একই পথে চলেছে অর্থাৎ সবাই সহযাত্রী। কেউ অল্প সময়ের জন্য আবার কেউ বা একটু বেশী সময়ের জন্য। তখন একজন ব্যক্তির আলাদা করে আর কোনো পরিচয়, সম্পর্ক বা অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যের কোনো গুরুত্ব থাকে না। সবাই তখন ভগবানেরই এক একটি রূপ প্রকাশ এবং প্রত্যেকেই কোনো না কোনো জেনে বা না জেনে এই মহাকাল চক্র পথে আবর্তিত। তখন জীবন আর কাউকে বদলাতে চায় না কারণ

সে বোঝে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিজ চলার পথে নিজের উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে শিখবে এবং একটু একটু করে তারই দিকে এগিয়ে চলবে। জীবন শুধু পারে নিজের অভ্যন্তরে বিশ্বাসকে লালন করেন, বিশ্বাসকে আঁকড়ে বাচতে। বাকিটা ভগবানের কৃপাতেই লাভ করতে হবে স্বয়ং তাঁকে। জগৎ কর্ম কল্যাণ সম্ভব ভাগবতী চিন্তার উন্মেষের মধ্যে দিয়ে, ভক্ত যখন অন্তরে ভক্তি লালন করে এবং ভক্তের চেতনার উন্মেষ ব্রহ্ম চেতনের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন ভাগবতী মনের আকুতি সরাসরি প্রেরিত হয় ব্রহ্মবৃত্তে। ভগবানের হৃদয় যুক্ত হয় ভক্ত হৃদয়ের আকুতি সাথে। অন্তরে ভগবানকে ধারণ করে জগৎ-এর প্রতি নিরপেক্ষ অথচ সাম্যের দৃষ্টি গড়ে উঠলেই জগৎ কল্যাণ এর পথে প্রথম চরণ রাখা সম্ভব হবে।

হে প্রভু সেই হৃদয়, সেই দৃষ্টি গড়ে দাও যা জীবনকে তোমার মতো, তুমি যেমন ভাবে চেয়েছো তেমন ভাবেই জীবন যেন জগৎ কল্যাণ সাধনে ব্রতী হতে পারে।

ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ শিবায়

—ঃঃ—

সত্য পন্থানং মহামন্ত্রম্

১। ওঁং বিশ্বে দেবাঃ আপ্যায়ন্ত একম্ তৎ ব্রহ্ম সনাতনম্ অরূপং সর্বরূপম্
বিশ্বং চরাচরম্ ভূঃ ভূবঃ স্বর্লোকম্ যঃ স্থিতম্ গতিময়মভি কালাতীতম্
যৎ স্থানম্ বাচম্ ধ্যান মূর্তম্ একম্ সচ্চিদানন্দময়ম্ অদ্বিতীয়ম্
তৎ এব বিরাজিতম্ হৃৎ পুণ্ডরীকম্ ভূমাঃ হি কেবলম্ তৎ প্রণমামি অহং।।

২। ত্বং এব চিদানন্দ রূপম্ বিশ্বেশঃ বিশ্বরূপং অরূপং সদা বিশ্বাত্মং
বিশ্ব বিন্দং করুণাদ্রং ত্রিভুবনং কারণং পরিণামং পরিত্রাহি নিত্যং
সদা বিরাজিতং অন্তর গুহায়াং পরমাত্মম্ একম্ তৎ সচ্চিদানন্দম্
প্রণমামি ত্বং সদা প্রজ্ঞানং বীজম্ ব্যাপ্তম্ অভীপ্সায়াং পরমাত্মনং।।

৩। প্রাণং হৃদয়ং যৎ করোম্মি মানস প্রতিম্ জগৎ ব্যাপিনে কার্য্য-কারণম্
যৎ শৃণুয়ামি যৎ পশ্যামি যৎ বাক্যম্ বদিষ্যামি এতৎ সর্বং
নিত্যং চরাচরম্ যৎ চিন্তয়ন্ জগৎ ব্যাপৃতং কৃপায়াং তদৎ ইদং সর্বম্
এতৎ তৎ প্রণমামি মানস প্রাণকায় সদা আত্মানি সমর্পয়ামি তৎ অক্ষরম্।।

৪। বিশ্বরূপং ত্বং জগৎ পালিনং বিশ্বমাতৃকাং জগৎ উদ্ভব প্রেম আবৃতম্
এতৎ অনন্ত শক্তিং অনন্তম্ করুণায়াম্ সর্ব আধারাং বিরাজিতং বিশ্বজননীং
ত্বং হি পরমাত্মানম্ ব্রহ্মময়ীং দিব্য জননীং দেবতানাং মনুষ্যানাং মানবেতরং
প্রসীদ ত্বং বিশ্বেশ্বরি জগতানাং জীবকূটং নিবেদয়ামি ত্বং দিব্য জননীং।।

৫। ত্বৎ অমৃতস্য সত্য পন্থানম্ ধারয়নং দেবং সদা দানম্ ব্রহ্মানন্দং ব্রহ্মপদম্
এতৎ পাবকং ব্রহ্মরূপম্ সদা অন্তরং ধারয়ামি অর্চিতং তৎ অরূপ-রূপম্
ঋতং আবৃতং সদা অভীপ্সায়াং কর্ম আবৃতং পরম মোক্ষপ্রদানম্
তৎ সেবায়াং হৃৎ অন্তরম্ প্রেমং অভীপ্সায়াং সদা আত্মনি সমর্পণম্।।

৬। বিশ্বেষাং দেবানাং যৎ বিশ্বপ্রাণঃ অসি যৎ ঔষধীষু বনষ্পতিষু মানবেতরম্
তৎ ব্রহ্ম স্পর্শ আবাহণম্ তস্য তে দদতু মহাপ্রাণম্ পরম ভাস্বরম্ অগ্নিম্
দত্তা তৎ ব্রহ্ম প্রজ্ঞানাং ইদং আত্মম্ পরমাত্মম্ সহচিত্তম্ সর্বেষাম্
সত্যস্য পন্থানং ঋতস্য পন্থানম্ ধারয়ামি তৎ পরমং ব্রহ্ম সনাতনম্ প্রণমামি অহং।।

[সত্য পথের এই মহামন্ত্রটি রচনা করেছেন সম্পাদক, শ্রী রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এটি সত্যের পথের মৌল মন্ত্র। এটি সবার জন্য।]

—ঃঃ—

In Search of Cosmic Truth

Satya Panthanam Mahamantram (SPM)

Om Visve Devah ayapyantu ekam
Tat Brahmah Sanatanam aurupam Sarvarupam.
Visvam characharam Bhuh Bhubah Swarlokam
Yah sthitam gatimayam bhi kalatitam
Yat sthanam vacham dhyanah murtam
Ekam Sachchidanandam audvitiyam
Tat eva birajitam hrit pundarikam
Bhumah hi kevalam tat pranamami. *(SPM – 1)*

ॐ विश्वे देवा: आप्यायन्तु एकम् तत् ब्रह्म सनातनम् अरुपं सर्वरुपम्
विश्वं चराचरम् भु: भुव: स्वर्लोकम् य: स्थितम् गतिमयम् भि कालातीतम्
यत् स्थानम् वाचम् ध्यान मुर्तम् एकम् सच्चिदानन्दम् अद्वितीयम्
तत् एव विराजितम् हृत् पुण्डरीकम् भुमा: हि केवलम् तत् प्रणमामि।

[I bow to your holy presence all over and request your oneness to reveal
You are the Brahman, the supreme eternal in all forms and formless.
Your creation craves for your revelations on earth, sky and place of gods
You are constant in creation beyond the limits of time with dynamism.
Anything that pertains to the place, words and in meditative forms
Representing the absolute, get expressed through your truth, consciousness and bliss
You are present in the cave of hearts of all in this universe
In this infinite vast void, you exist all over except our consecration.]

Tvam eva Chidananda rupam
Visweshah viswarupam aurupam sada visvatmam
Viswa bandam karunadram tribhubanam
Raranam parinamam paritrahi nityam
Sada birajitam auntaram gahayam
Paramatmam ekam sachchidanandam
Pranamami tvam sada prajnanam
Bijam byaptam avipsayam paramatmam. *(SPM – 2)*

त्वं एव चिदानन्द रुपम् विश्वेश: विश्वरुपं अरुपं सदा विश्वात्मं
विश्व वन्दं करुणाद्रं त्रिभुवनं कारणं परिणामं परित्राहि नित्यं
सदा विराजितं अन्तर गुहायां परमात्मम् एकं सच्चिदानन्दम्
प्रणमामि त्वं सदा प्रज्ञानं वीजम् व्याप्तम् अभीप्सायां परमात्मनं।

[You reveal yourself as the consciousness, blissful as ever
Lord of the entire cosmos, you reveal yourself in the formless soul of universe
You are always worshipped by all three worlds responding in compassion
You are the root cause of all action's destiny be protecting humans
Always remain vibrant inside the cave of heart of individuals

Oh, the lord of all creation reveals your eternal identity of Bliss
You are the divine wisdom, please accept our consecration.
The divine seed of creation be transmitted to fulfil the urge to transform.]

Pranam hridayam yat karomi
Manasa pratim jagat vyapinae karya Karanam
Yat shrinuyami yat pashyami
Yat vakyam badishyami etat sarvam
Nityam characharam yat chintayan
Jagat vyapritam kripayam tat idam sarvam
Etat tat pranamami manasa pranakaya
Sada Aatmani samarpayami tat auksharani. *(SPM – 3)*

प्राणं हृदयं यत् करोमि मानस प्रतिम् जगत् व्यपिने कार्य - कारणम्
यत् श्रृपुयामि यत् पश्यामि यत् वाक्यम् वदिष्यामि एतत् सर्वम्
नित्यं चराचरम् यत् चिन्तयन् जगत् व्यापृतं कृपायां तत् इदम् सर्वम्
एतत् तत् प्रणमामि मानस प्राणकाय सदा आत्मानि समर्पयामि तत् अक्षरम्।

[Whatever I tend to do with my vital energy motivated by heart
Develop the mental framework for the actions that supports the cosmos.
Whatever I keep on listening to whatever I get blessed views of
Whatever words I tend to utter for life, I consecrate all of these.
With your grace I get spread to the universe in mind and consciousness
Your grace makes me realize Your omnipresence always everywhere.
I offer my conscious regard to your cosmic form as visualized by mind
Formless absolute you are, allow me to dedicate to you this conscious being.]

Viswa rupam tvam jagat palinam
Viswa matrikam Jagat udhata prema aabritam
Etat ananta shaktim Anantam karunayam
Sarva aadharam birajitam viswa jananim
Tvam hi paramatmanam Brahmamayim
Prasida tvam visveshari jagatanam
Jivakutam nibedayami tvam divya jananim. *(SPM – 4)*

विश्वरुपं त्वं जगत् पालिनं विश्वमातृकां जगत् उद्भव प्रेम आवृतम्
एतत् अनन्त शक्तिं अनन्तं करुणायाम् सर्व आधारं विराजितं विश्वजननी
त्वं हि मरपात्मानम् ब्रह्ममर्यीं दिव्य जननीं देवतानां मनुष्याणां मानवेतरं
प्रसीद त्वं विश्वेश्वरी जगतानां जीवकूटं निवेदयामि त्वं दिव्य जननीं।

[You maintain this world as the master guide for the creation
Your form as the cosmic mother has covered with loves the entire creation.
You have maintained the infinite spread of compassion of mother
With your divine presence in all forms, you infuse divinity in all.
You are indeed the true revelation of the supreme God creation.
You are the mother of the divine forms the humans and sub humans.
Be graceful to the creation such that entire world is blessed

I offer my truth consciousness to your lotus feet for the well-being of all.]

Tat aumritasya satya panthanam dharayanam
Devam sada danam Brahmanandam Brahmapadam
Etat pabakam Brahmarupam sada auntaram
Dharayami aurchitam tat aurupa rupam.
Ritam aabritam sada auvipsayam
Karma aabritam parama moksha pradanam
Tat sabayam hrit auntaram
Premam auvipsayam sada aatmani samarpanam. *(SPM – 5)*

तत् अमृतस्य सत्य पन्थानम् धारयणं देवं सदा दानम् ब्रह्मानन्दं ब्रह्मापदम्
एतत् पावकं ब्रह्मरुपम् सदा अन्तरं धारयामि अर्चितं तत् अरुप-रुपम्
ऋतं आवृतं सदा अभीप्सायां कर्म आवृतं परम् मोक्ष प्रदानम्
तत् सेवायां हृत् अन्तरम् प्रेमं अभीप्सायां सदा आत्मनि समर्पनम्।

[You are the spirit behind maintaining truth in life by the touch of eternity.
You gift always the divine Bliss and the grace of yours for sustenance.
This form of yours in the quest and service for the supreme on earth
With the constant devotion to your formless and existence, I take refuse in.
You have graceful boon to all aspiration for your realization always
You have provided lives with the strength of action for liberation.
I offer my devotion and truth, earned in life with intense love for all.
I offer my love of heart to you for consecrating in surrender.]

Viswesham devanam yat viswapranah
Ausi yat oushadhishu vanashpatishu manabetaram .
Tat Brahma sparsham aabahanam tasya
Tat dadatu mahapranam param bhaswaram augnim.
Datta tat Brahma prajnanam idam
Aatman paramatmam sahachittwam sarvesham.
Satyasya panthanam ritasya panthanam
Dharayami tat paramam Brahmah sanatanam pranamami Ahana.
(SPM – 6)

विश्वेषां देवानां यंत् विश्वप्राणः असि यत् औषधीषु वनस्नतिषु मानवेतरम्
तत् ब्रह्म स्पर्श आवाहनम् तस्य ते ददतु महाप्राणम् परम भास्वरम् आग्रिम्
दत्ता तत् ब्रह्म प्रज्ञानां इदं आत्मम् परमात्मम् सहचित्तम् सर्वेषाम्
सत्यस्य प्रन्थानं ऋतस्य पन्थानम् धारयामि तत् परमं ब्रह्म सनातनं प्रणमामि अहं।।

[In the cosmic presence of yours you spread the essence of the spirit of all
You uphold the vital energy of the entire range of lives in the creation
I invocate your touch of divinity to all the elements in the world
Praying to you for the graceful potent to have the cosmic presence everywhere
Give us in life the Divine wisdom as your support for eternity emergence.
With your grace, let this life be full of the truth, consciousness of all.
The way of Eternal truth and that in life be spread among all lives
I endow this realization to all cells of existence and have your omnipresence in life always.]

The pathway to realize the spirit of divine is that of Truth. The process of realization is that which works on human consciousness towards building a homogeneous set of values which makes impact on the human system. As such the quest for truth would let a person elevate consciousness towards its attaining the height that would cover the factors of the divine values for human life as against the human values. Deep understanding as it occurs through the process of making mind focused on God alone can help attaining the spirit of realization through gradual understanding and translating that into the habit and character of a human person. As such, the gradual understanding would make the existence acquire faith in God at a scale which is not only that of a kind in it, but attempts to rediscover at each level of living. The process would induce a transformative identity in a person. From an empirical understanding of life, the journey pushes to the eternal identity of the individual. Vedic sages had developed the same way transformative ideas as:

'Ayam me hastoh bhagabanoh'- this hand of mine is that of the Lord of delight, the Supreme. (I understand my touch).

'Ayam me bhagabat tarah'- this form of mine is that of the supreme as revealed on earth. (I realize that being His grace to me.)

'Ayam me viswabhesajah'- This wish of mine being full of grace, offers healing to all in the creation. (As I realize God's wishes.)

'Ayanm shivah avimarshanah'- This form of mine is that of Lord Shiva- the supreme. (As I gain the realization of the supreme.)

Universal Unity, Equality :

Samsamah itah yubasae brishan aughae.
Viswani auryah yah
Idashpadae sama idhyasae
Sa no basunya bharah. *(Rig Veda. 10-191-1)*

Let us work together to establish equality among all.
The world of humans maintains a unified common basis
The belief has always been to instill the spirit of equality.
Let us all ignite fire within to rise to the level of equality for all.

Sam gachhadhvam sam badadhvam
Sam vo manamsi janatam
Deva bhagam yatha purbae
Samjanana upasatae. *(R.V. 10-191-2)*

Let us all stay forward in the same rhythm.
Let us all utter the same words in the same way
Let us form the unity of minds altogether
Let us develop the unified spirit as it prevails in the world of gods.

Samani mantrah. Samitih samanih.
Samanam manah. Saha chittam esham.
Samanam mantram aubhi mantrayae vah.
Samanena voh habisha juhomi. *(R.V. 10-191-3)*

Let us all initiate the words of promise in us.
Let us attempt to set and create the same spirit of collectiveness.
Let us have the same identity for this world
Let us initiate and maintain the same aspirations
The aspiration of having divine rhythm in life.

— ❋ —

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল,** কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st April 2026
Chaitra–1432
Vol. 23. No. 12

REGISTERED KOL RMS/366/2025-2027
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ৫ই এপ্রিল, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১২ই এপ্রিল, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১৯শে এপ্রিল, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২৬শে এপ্রিল, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.